



ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
Founder: J.C.Paul ■ Former Editor: Paritosh Biswas

গৌরবের ৭১ তম বছর



অনলাইন সংস্করণ: www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-138 ■ 24 February, 2025 ■ আগরতলা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিরাটের ব্যাটে পাক বধ

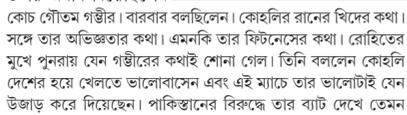
নয়া দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি। দুবাইয়ের মাঠে ফের দাপট দেখালো ভারত। বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং - তিন বিভাগেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে টেকা দিল তারা। ম্যাচের নায়ক হয়ে উঠলেন বিরাট কোহলি। সেই কোহলি। কয়েকদিন আগেও যার সমালোচনা হচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানকে সামনে দেখলেই যেন জ্বলে ওঠেন বিরাট। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজে একাই যেন ভারতকে জিতিয়েছিলেন। তিন বছর পর দুবাইয়ের মাঠে সেটাই দেখা গেল। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন।

গোটা দেশ যেন কোহলির শতরানের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু সাজঘর ছিল নিশ্চিত। পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই কথাই বললেন রোহিত শর্মা। কোহলির ব্যাট প্যাচ নিয়ে যখনই কথা উঠেছে, মুখের উপর জবাব দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। বারবার বলছিলেন। কোহলির রানের খবর কখনো সন্দেহ তার অভিজ্ঞতার কথা। এমনকি তার ফিটনেসের কথা। রোহিতের মুখে পুনরায় যেন গম্ভীরের কথাই শোনা গেল। তিনি বললেন কোহলি দেশের হয়ে খেলাতে ভালোবাসেন এবং এই ম্যাচে তার ভালোটাই যেন উজাড় করে দিয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার ব্যাট দেখে তেমন

আবাক হওয়ার কিছু ছিল না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোহলি যেন স্বাভাবিক খেলাটাই খেলেছেন। যীর্ষে ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে তুলেছেন। সতীর্ধের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন। আবার শেষ দিকে বড় শট খেলেছেন শতরানের জন্য। খেলা শেষে কোহলিকে দেখে অনেকটা তৃপ্তি পেয়েছেন বলা চলে।

কোহলির ইনিংস রোহিতের মুখেও হাসি ফুটিয়েছে। প্রথমে বল করে পাকিস্তানকে ২৪১ রানে আটকে রাখার জন্য দলের বোলারদের অবশ্যই প্রশংসা করেছেন রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক বলেছেন আমরা দুর্গত বল করেছি। ২৪১ রান কঠিন ছিল না তাদের জন্য। কুলদীপ যাদব, অক্ষয় প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজার অনেক বেশি কৃতিত্ব রয়েছে এক্ষেত্রে।

তবে মোহাম্মদ শামি, হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং হর্ষিত রানায়ে ভুললে চলবে না। দুবাইয়ের এই উইকেটে ২৪১ রান তারা করা খুব সহজ ছিল না। দরকার বুঝে ঠিক সময়ে শুভমন গিল, কোহলি, শ্রেয়স আয়ারেরা দারুণভাবে জুটি বেঁধেছেন। কঠিন পরিহিতিতে ঠান্ডা মাথায় খেলেছেন। দল জিতেছে। দেশ গৌরবান্বিত হয়েছে।



এআই সেক্টরে তরুণদের অংশগ্রহণ নতুন বিপ্লব এনে দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হিস.)। মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের তরুণ প্রজন্মের তৃষ্ণা প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সম্প্রতি একটি বড় এআই সম্মেলনে অংশ নিতে আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম। সেখানে বিশ্ব এই সেক্টরে ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করেছে। সম্প্রতি, তেলেন্দানার আদিলাবাদের একজন সরকারি স্কুল শিক্ষক খোদাসাম কৈলাশ আমাদের আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণে সাহায্য করেছেন। এআই টুল ব্যবহার করে তিনি কোলামি ভাষায় একটি গান রচনা করেন। স্পেস সেক্টর হোক অথবা এআই, আমাদের তরুণদের জন্মবর্ধমান অংশগ্রহণ একটি নতুন বিপ্লব এনে দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত কার্যক্রম আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবময় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। রবিবার যশহী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণামূলক কর্মসূচী 'মন কি বাত' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত এর ১১৯তম সংস্করণ সম্প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি মাসের শেষ রবিবার সকাল ১১টায় মন কি বাত কার্যক্রমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আধ ঘণ্টার এই কার্যক্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন তিনি। তার ব্যতিক্রম হয়নি এই রবিবারেও। এদিন বাধারঘাট মন্ডলের ৯ নং বুথে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে

আমাদের কৃতিত্বের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। লক্ষ ভেহিকল তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ ফ্লাইটে করা হোক অথবা চন্দ্রযান, মঙ্গলযান এবং আদিভা এল-১-এর সফল কিংবা মহাকাশে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের অভূতপূর্ব মিশন পরিচালনা করা হোক। এদিকে, দেশে বায়ু, চিতা ও সিংহের সংখ্যা বাড়ছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার কারণে, গত কয়েক বছরে ভারতে বায়ু, চিতাবাঘ, এশিয়াটিক সিংহ, গজার এবং হরিণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৯-তম পর্বের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কর্ণটিকের বিআরটি টাইগার রিজার্ভে, বাঘের সংখ্যা জমাগত বাড়ছে, বেশির ভাগ কৃতিত্ব সোলিগা উপজাতিদের, যারা

সোনামুড়ায় সাউন্ডবক্স নিয়ে বিবাদ, বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি। সাউন্ড বক্স এর আওয়াজ নিয়ে বিবাদের জেরে বড় ভাইয়ের হাতে খুন হলো ছোট ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মক্কুমার তৈবান্দাল ধনমুড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বড় ভাই বিজয় দেববর্মী বাড়িতে সাউন্ড বক্সে জোরে গান বাজাচ্ছিল। ছোট ভাই অমিতাভ বচন আওয়াজ কমাতে বললে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া এক পর্যায়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং বিজয় তার ছোট ভাই অমিতাভকে দা দিয়ে কোপাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই অমিতাভের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার মতের স্ত্রী আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত বড় ভাই বিজয় দেববর্মী ঘটনার পর থেকে পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উত্তর জেলায় গৃহকর্তাকে বন্দুক ঠেকিয়ে ডাকাতি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি। উত্তর জেলায় চুরাইবাড়ী থানার গোবিন্দপুর পঞ্চায়তের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গভীর রাতে এক ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে, মালিক ও তার ছেলেকে বন্দুকের মুখে জিম্মি করে সোনো-রুপা ও নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে গতকাল ভোররাতে আনুমানিক ৩টার দিকে। জানা গেছে, গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সাধন দেবের বাড়িতে একদল অস্ত্রধারী ডাকাতি হানা দেয়। দুষ্কৃতকারী দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং সাধন দেব ও তার ছেলেকে সাধারণ মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাদের চূপ থাকার হুমকি দেয়। ছিৎকার করলে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তাদের শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়। সাধন দেব জানিয়েছেন, ডাকাতির সোনা-হিরা-পোশাক পরিধান করে ছিল এবং তাদের মুখ ছিল

জগতপুর রামঠাকুর মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। ইন্দ্রনগর জগতপুর কালীবাড়ির সামনে অবস্থিত রামঠাকুর মন্দিরে দুষ্কৃতকারীর চুরি কাণ্ড সংঘটিত হয় শনিবার রাতের কোন এক সময়ে। তারা ভেদে সোনার শ্রেণি কয়েকটি তুলসী পাতা এবং প্রণামী বাসনের নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিন মন্দিরের পূজার আয়োজন করেন স্থানীয় ভানুমতি আচার্যী নামে এক মহিলা। রবিবার সকাল প্রায় ছয়টা নাগাদ প্রতিদিনকার মতো তিনি মন্দিরের দরজা খুলতে আসেন। এসে দেখেন মন্দিরের গেটে ঠিকঠাক তালো থাকলেও মন্দিরের দরজার তালো ভাঙা। ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পান সবকিছু লুণ্ঠিত করে ফেলে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের প্রত্যেককে খবর দিলে তারা এসে দেখতে পান ঠাকুরের আসনের নিচে থাকা ৮ থেকে ১০টি সোনার তুলসী পাতা গায়েব। পাশাপাশি প্রণামী বাসনের টাকাও নিয়ে গেছে চোর। মন্দির কমিটির সদস্যরা খবর দেয় পুলিশে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মন্দিরের পাশেই একটি বাড়ির সিসি ক্যামেরায় চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে। মুখ বাঁধা অবস্থায় এক চোরকে চুরি কাণ্ড সংঘটিত করতে দেখা গেছে। ঘটনায় এলাকাভূঁড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

মাছ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে লড়াই গান্ধীগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। বাম আমলে গান্ধীগ্রাম সাহা পাড়ায় মৎস্য সমবায় অধীনে জলাশয় ছিল। এতে চার পাঁচ কেজি ওজনের মাছ ছিল। ২০১৮ সালে পালা বদলের কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশ্য দিনের বেলায় কয়েকজন দুষ্কৃতী মাছ লুটে নিয়ে যায়। তার পরও এটার মধ্যে কিছু ভাল বড় মাছ রয়ে যায়। আজ সকালে এই মাছ নিয়ে শুরু হয় বামেলো। মাছ ধরতে যায় স্থানীয় কৃষকদেব দাসের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর লোকেরা। তারা বাকি মাছগুলি ধরে নিয়ে বিক্রি করে দিলে বর্তমানের মন্ডল

শিক্ষা দপ্তরে মাল্টিটাস্কিং নিয়োগ প্রার্থীদের জয়েনিং ২৫শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (গ্রেপ-ডি) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অফ ত্রিপুরা (জেরআরবিটি)-র মাধ্যমে নির্বাচিত এবং নিয়োগের অফারপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ যথাযথ ভাবে পূরণ করা অফার ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন, সেই প্রার্থীদের আজ আনুষ্ঠানিকভাবে পোস্টিং অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এলিমেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট ও সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিযুক্তি সংক্রান্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এলিমেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের অধীনে ১২২ জন এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের অধীনে ৪৫০ জন প্রার্থীকে আজ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি স্ব-স্ব জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকের (ডি ই ও) কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ও জয়েনিং রিপোর্ট জমা দিয়ে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শিক্ষা আধিকারিকদের কার্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলির পরিচালন কাঠামোকে আরও মজবুত করবে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রবাদীদের আক্রমণে আহত বাবা, দুই মেয়ে গৃহবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রবাদী নেতাদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে জিবি হাসপাতালের ভর্তি রয়েছেন ধর্মনগরের জনৈক বাসিন্দা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আতঙ্কিত হয়ে গৃহবন্দি রয়েছে তাঁর দুটি মেয়ে। এর মধ্যে এক মেয়ে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, তবে তার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় কিছুদিন পূর্বে ধর্মনগর আনন্দবাজার জীবন ত্রিপুরা স্কুলের শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে আন্দোলন থেকে। ওই দিন আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালায় রাষ্ট্রবাদী গোষ্ঠী। এর ফলে ওই স্কুলের এক ছাত্রীর বাবা খানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সেই মামলা প্রত্যাহার না করার, অভিযুক্তরা হামলা চালিয়ে ওই ছাত্রীর বাবাকে গুরুতর আহত করে। এদিকে, পুলিশ দুটি ঘটনাতেই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এর ফলস্বরূপ, ওই দুই মেয়ে আতঙ্কের মাখে দিন কাটাচ্ছে এবং ঘর থেকে বের হতে পারছে না। দুই মেয়ের দাবি, তাদের বাবার উপর হামলাকারীদের নাম উল্লেখ করা হলেও পুলিশ এখনও

কাঞ্চনপুর আইএস অফিসের ৯জন কর্মীকে এক সঙ্গে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। সরকারি ও অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষা আধিকারিকদের কার্যালয়গুলোর কাজকর্ম আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মী দেখতে পান যে কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের ৯ জন কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের অনেক পর পর্যাপ্ত অফিসে উপস্থিত হননি। এই অনিয়ম ও দায়িত্বহীন আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বৃন্দাশ্রী শিক্ষা অধিকারকের অধিকর্তা শ্রী এন সি শর্মা একসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৯ জন কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছেন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের অনুপস্থিতির উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেন এবং কেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার জবাব প্রদান করেন।

উদয়পুরে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৩ দফা দাবির সমর্থনে উদয়পুর মহকুমার মহকুমাস্বাকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি উদয়পুর মহকুমা কমিটি। ডেপুটেশন প্রদানের আগে উদয়পুর শহরে এক মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হয় সভা। মূলত সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবেশ সহ একাধিক দাবিতে এদিনের এই ডেপুটেশন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, বিজেপি শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় কিছুই করতে পারেনি। দিকে দিকে শ্রমজীবীরা বঞ্চিত। আরএসএস-এর আদর্শে

৩০শে ফেব্রুয়ারি-যে দিনটি ইতিহাসে মাত্র একবারই এসেছিল

বহু বছর ধরে প্রতি চার বছর পর পর লিপ ইয়ারের মাধ্যমে বছর গণনাকে সমন্বয় করায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সাধারণত এক বছর বলতে ৩৬৫ দিনের হিসাব করা হলেও এবারে ২০২৪ সালে বছরের গণনা করা হবে ৩৬৬ দিনে। কারণ চলতি বছর হল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ। লিপ ইয়ার হল প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৫-দিনের ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারির শেষে বাড়তি একটি দিন যোগ হওয়া। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বিশেষ একটি দিন।

এই বাড়তি এক দিন যোগ হওয়া মানে মাসের শেষে লিপ পরিশোধ করতে যেমন বাড়তি একদিন সময় পাওয়া যায়, তেমনি অনেকের ক্ষেত্রে বেতন আসার জন্য আরেকটা দিন বেশি অপেক্ষা করতে হয়। যারা এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা প্রতি চার বছরে পর পর তাদের প্রকৃত জন্মদিন পালন করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসে শুধুমাত্র একবার এমন সময় এসেছিল যখন ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যোগ করতে হয়েছিল। সুইডেন একটা ডাবল লিপ ইয়ারের অংশ হিসেবে ১৭১২ সালের ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যুক্ত করেছিল। তাহলে ভেবে দেখুন, সেই তারিখে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের জীবদ্দশায় কখনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেননি। এই ৩০শে ফেব্রুয়ারি কেন যুক্ত করতে হয়েছিল সেই ব্যাখ্যার আগে লিপ ইয়ার কেন আসে, কবে থেকে লিপ ইয়ার যুক্ত হয়ে ছে সেই ইতিহাস জানা প্রয়োজন। লিপ ইয়ার কেন আসে? প্রতি চার বছর পর পর ক্যালেন্ডারে যে অসঙ্গতি থাকে, সেটিকে সমন্বয় করতে লিপ ইয়ারের আবির্ভাব। কখন থেকে এই লিপ ইয়ারের প্রচলন হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দুই সহস্রাব্দেরও বেশি আগে প্রাচীন রোমের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। কারণ সেই সময় প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তারা যে সৌর ক্যালেন্ডার ধরে বছর গণনা করতেন সেটি সৌর বছরের সাথে সঙ্গপ্ন আই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই ক্যালেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা এসেছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের কাছ থেকে। তিনি সেসময় আলেকজান্দ্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেন্দেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সোসিজেন্দেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাকে মনে হতে পারে। আসলসু ছেড়ে নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখুন হতাশা কাটাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে যাচ্ছে বহু মানুষ। লড়াই করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছে, হারিয়ে ফেলছে নিজের প্রতি বিশ্বাস। সহজেই মানুষকে ধাস করে ফেলছে দুঃখ, কঠিনতা ভুলে যাচ্ছি জীবন একটা অসম্মান যুদ্ধ যেখানে হাজার রকম প্রতিশ্রুততার সম্মুখীন হতে হবে তবুও এগিয়ে যেতে হবে। অপরের কাছে না হোক, জরী হতে হবে নিজের কাছে। কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করলে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে দুঃখ এবং হতাশার হাত থেকে। হতাশা এবং দুঃখ কাটিয়ে ওঠার এরকমই মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। মেডিটেশন করুন শরীরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলো রোগা এবং ধ্যান, বাড়িয়ে তোলো দেহের রোগ

মূলত গণনা করা হয়, দিন, মাস এবং বছরের হিসেবে। এই গণনা প্রক্রিয়া মানুষেরই আবিষ্কার। চন্দ্র আবর্তন অনুসরণ করে দেখা গেছে, দুইটি পূর্ণিমার মধ্যে কমবেশি সাড়ে ২৯ দিনের পার্থক্য থাকে। অন্যদিকে, সৌর পরিভ্রমণ অনুযায়ী, পৃথিবী সুর্যের চারপাশে ঘুরতে সময় নেয় কমবেশি ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টার মতো। তবে এটি এমন এক গণনা পদ্ধতি যা হেরফের হতে পারে। ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন শাসক এক বছরকে কয়েক মাসে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ সব সময়ে ১২ মাসে এক বছর ছিল না, মাসের সংখ্যায় হেরফের ছিল। ওই শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা-প্রয়োজন, বা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে সেই মাসগুলোয় বাড়তি দিন যোগ করা হতো নাহলে সরিয়ে নেয়া হতো।

1712	FEBRUARY							1712
M	T	W	T	F	S	S		
			1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30				

ফলে সৌর বছরের সাথে এই ক্যালেন্ডারগুলোকে সমন্বয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। সম্রাট জুলিয়াস সিজার, প্রায় দুই হাজার বছর আগে, আমরা বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তার অনুরূপ একটি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন। সেই তথাকথিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১২ মাসে এক বছর ছিল। এবং মাসগুলোর কিছু ৩০ দিন এবং কিছু ৩১ দিনে গণনা করা হতো। শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাস গণনা হতো ২৮ বা ২৯ দিনে। বছর শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। কারণ এটি বসন্তের শুরু (এজন্য বছরের শেষ মাস ফেব্রুয়ারিকে লিপ ইয়ারের জন্য বেছে নেয়া হয়। এক বছর যেহেতু ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টায় হয়, তাই বাড়তি এই ছয় ঘণ্টাকে সমন্বয় করার জন্য সেই রোমান সময় থেকে লিপ ইয়ার চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রেট গ্রেগরিয়ান লিপ-এই গণনা শতাব্দী ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই গণনা পদ্ধতি সঠিক নয়। সৌর বছর আসলে একটু ছোট - সূন্যদিক্তভাবে বললে ১১ মিনিট ১৪ দশমিক ৭৮৪ সেকেন্ড কম। আদতে মনে হতে পারে এটি

এমন কোন বড় পার্থক্য নয়, যা তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বছরের পর বছর ধরে, এই বাড়তি মিনিট/ সেকেন্ড যোগ হয়ে সেটি বড় ব্যবধান তৈরি করে। এ কারণেই ব্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি ১৫৮২ সালে তার ক্যালেন্ডারে থাকা অসঙ্গতিগুলো ঠিক করার জন্য কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। এটি প্রধানত ধর্মীয় কারণে করা হয়েছিল, কেননা এই সময়ের ব্যবধানের কারণে কয়েকটি বছরে ইস্টারের সূচনা তিন দিন আগপিছ হয়ে যায়। তবে যাই হোক না কেন, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এখন পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মানসম্মত প্রতিষ্ঠিত ক্যালেন্ডার। যদিও সব দেশ একই সময়ে তা গ্রহণ করেনি। যারা ক্যালিক চার্চের সাথে যুক্ত ছিল, প্রথমে তারা এই ক্যালেন্ডার গ্রহণ

দিনগুলো এড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে। তাদের এতদিনের অনুসরণ করা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণে ১৭০০ সালে একটি লিপ ইয়ার ছিল, কিন্তু তারা ফেব্রুয়ারি মাস শুধুমাত্র ২৮ দিনেই কাটায়। একইভাবে ১৭০৪, ১৭০৮ সাল লিপ ইয়ার হলেও তারা ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ওই সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং অন্যান্য অপ্রাধিকারমূলক কাজের মধ্যে এই লিপ ইয়ার না কাটানোর পরিবর্তনের কথা তারা ভুলে যায়। কয়েক বছর পরে, সম্রাট দ্বাদশ চার্লস বুঝতে পেরেছিলেন যে সুইডেনের ক্যালেন্ডারটি জুলিয়ান বা গ্রেগরিয়ান কোনটিই নয়। এর পর তিনি ক্যালেন্ডার প্রণয়নে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আগের সব

করেছিল। যেখানে পাঁচ দিনে এক সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং সব মাস ধরা হয় ৩০ দিনে। এতে বছরের শেষে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন বাড়তি থেকে যায়, যা “ছুটি” হিসাবে বিবেচিত হয়। সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করার উদ্দেশ্য ছিল সবসময়ে ছুটির দিনের বাধা হ্রাসই শিল্প উৎপাদন উন্নত করা। কিন্তু শিগগিরই এটি উপলব্ধি করা হয় যে, রবিবারের প্রথাগত বিশ্রামের অভ্যাস দূর করা কঠিন হবে এবং ধারণাটি এক পর্যায়ে বাতিল হয়ে যায়। এদিকে, বৈজ্ঞানিক কলকাহিনীতে ৩০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। তবে ব্র্যাডবিটরের ছোট গল্প ‘দ্য লাস্ট নাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’-এ ৩০শে ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ লেখক জন রোনাল্ড রিয়েল টলকিনেন তার ফ্যান্টাসি উপন্যাস ‘দ্য হব্টি এবং দ্য লার্ড অফ দ্য রিসেস’ ৩০শে ফেব্রুয়ারির কথা উল্লেখ করেছেন।

তার বই অনুযায়ী হবিটরা একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে যেখানে ফেব্রুয়ারি মাস ছিল ৩০ দিনে। তবে বাস্তব জগতেও এই তারিখের ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে। যখন কোন মাংসের মৃত্যুর তারিখ অজানা থাকে তখন তাদের সমাধি প্রস্তুত বা এপিটাফে জন্ম তারিখ হিসেবেও ৩০শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে রেকর্ড করা হয়। ধর্মীয় রেফারেন্স ছাড়া ক্যালেন্ডার সংস্কারের এ ধারা আধুনিক ক্যালেন্ডারের পথ তৈরি করে দিয়েছে, যা আমরা বর্তমানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসাবে জানি। সর্বশেষ সংস্কারের পর থেকে ক্যালেন্ডার ব্যবস্থায় কোনো নতুন পরিবর্তন হয়নি। যদিও ফ্রান্সের মতো কিছু দেশে নতুন এই ক্যালেন্ডার সংস্কারধর্মের জন্য আন্দোলন হয়েছিল। তবে, ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লব চলাকালে দেশটি তাদের গণিতবিদ গিলবার্ট প্রোভাত্তরী ডিজাইন করা একটি “রোভাত্তরী” ক্যালেন্ডার থ্রহণ করে। এই ক্যালেন্ডারে ধর্মীয় রেফারেন্স বাদ দেওয়া হয় এবং মাসগুলোর নতুন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় — নতুন নামে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কৃষি খাতের নানা বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্যালেন্ডারের নতুন এ সংস্করণের স্বায়িত্ব ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এর পর ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের উৎখাতের পর, ফ্রান্স ছুইই ব্রয়োদশ গ্রেগরির তৈরি এবং জুলিয়াস সিজারের সংস্করণের ক্যালেন্ডারে ফিরে আসে।

জাগরণ	আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং ১১ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
মারণ ব্যাধি	
সচেতনতা জরুরী	
রোগটার নাম শুনিলেই যেন গভীর উদ্বেগ আসিয়া জমে মাথায়। খরচের কথা ভাবিয়া চিন্তা, রোগীর শারীরিক অবস্থার কথা ভাবিয়া আশঙ্কা সব একসঙ্গে হইতে থাকে। রোগটার নাম ক্যান্সার সারা বিশ্বে এই রোগের ধাবা রহিয়াছে। উন্নত-আধুনিক দেশ থেকে পিছাইয়া পড়া কোনও দেশ, ক্যান্সার এবং তাহার জেরে মৃত্যুর খবর শোনা যায় সবজায়গাতেই। বিশেষ মৃত্যুর কারণ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে ক্যান্সার।	
বিশেষজ্ঞরা বলিয়া থাকেন, সচেতনতা এবং সূত্র জীবনযাত্রা এই দুই অঙ্কেই একটি বড় অংশের ক্ষেত্রে ঠেকাইয়া রাখা যায় এ মারণরোগ। তাই ক্যান্সার নিয়া আশঙ্কার বদলে সচেতনতা প্রসার বেশি জরুরি। ঠিক সেই কারণেই, প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ক্যান্সার এবং তার চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সবস্তরের লোকজন, রোগী-রোগীর পরিবার, চিকিৎসক, সাপোর্ট গ্রুপ, প্রশাসন- সবাইকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই দিনটি পালিত হয়। সারা বিশ্বে ক্যান্সার মারণরোগ হিসেবে পরিচিত। কোনও কোনও সময়ে অনেকটা পরে ধরা পড়ে এই রোগ। যখন চিকিৎসার আর তেমন কোনও সুযোগ থাকে না। এখানেই আসে সচেতনতার বিষয়টি। অর্থাৎ কী কী নেখিয়া আগেভাগে সতর্ক হইতে হইবে, দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাইতে হইবে তাহা নিয়া সচেতনতার প্রসারের জন্যই এমন দিনের প্রয়োজন।	
বিশ্বজুড়িয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্যান্সারের নানা উপসর্গের বিঘায়ে সচেতন করেন। কী কী সমস্যা হইলে দেরি না করিয়া দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তাহা নিয়াও নিয়ম করিয়া সচেতন করা হইয়া থাকে। তবে একটি বিশেষ দিন থাকিলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সারা বিশ্বে একসঙ্গে সামগ্রিক ভাবে সচেতনতা ও সতর্কতার প্রসার করা যায়।	
ভারতে ক্যান্সারের বর্তমান অবস্থার কথা বলিতে গেলে, প্রতি ১০ জন মহিলার মধ্যে একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত। এ ছাড়া প্রতি ৭জন পুরুষের মধ্যে একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত। এগুলি ছাড়াও ২০ থেকে ২৯ লোক বেশি তামাক সেবন করে যাহার কারণে তাহারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন বিশ্ব ক্যান্সার দিবস এর মূল লক্ষ্য হইল যত বেশি লোককে ক্যান্সার সম্পর্কে জানানো যায়। লোকেরা যদি ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন হন তবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়াইতে তাহারা প্রাথমিক ক্যান্সারে শুধুরে তাহাদের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এ ছাড়াও কয়েক মিলিয়ন মানুষ ক্যান্সারের কারণে প্রাণ হারায়, তাই বিশ্ব ক্যান্সার দিবস আয়োজিত করার লক্ষ্য ক্যান্সারের মৃত্যুর হার হ্রাস করা। মানবদেহে অনেকগুলি কোষ রহিয়াছে। তবে সময়ের সাথে সাথে কোষগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু কোনও কাজ ছড়াই কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ঝুঁকি তৈরি করে। এই জটিল কোষগুলিকে ক্যান্সারের বিকাশ বলা হয় যা কোষগুলিকে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে। এতে, কোষগুলি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এইভাবে, কোষগুলি অন্যান্য অঙ্গগুলির ক্যান্সারে ছড়াইয়া পড়ে। ক্যান্সারে টিস্যুতে গঠিত হয় এবং কোষে আক্রমণ করে। এ কারণে রক্তের সাহায্যে লিম্ফ অন্যান্য অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতে শুরু করে। কারণ ক্যান্সার কোষগুলি শরীরের যে কোনও টিস্যুকে প্রভাবিত করিতে পারে। কোষটি বাড়িবার সাথে সাথে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়া যায়। কিছু কোষ ক্যান্সার তৈরি করিতে ক্রাস্টার রূপ নেয়। অন্য কথায়, একে টিউমার বলা হয়। টিউমারগুলি ক্যান্সারযুক্ত এবং ক্যান্সারহীনও হইতে পারে।	

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত খুবই

প্রভাবশালী ছিল : রবিশঙ্কর প্রসাদ

পাটনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুভলেনে বিজেপি সাপসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। রবিবার পাটনায় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মন কি বাত খুব প্রভাবশালী ছিল। এটি একটি দুর্দান্ত প্রোগ্রাম যেখানে প্রধানমন্ত্রী মানুষকে সুস্থ থাকতে, স্বুলতা কমাতে, ভাল খেতে এবং কম তেল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রতিটি পর্বে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিটি মন কি বাতে দেশকে অনুপ্রাণিত করেন’

রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাগলপুর থেকে প্রায় ১০ কোটি কৃষকদের ২২ হাজার কোটি টাকা উপহার দেবেন। এভাবেই প্রধানমন্ত্রী কাজ করেন, কৃষকদের কাছে পৌঁছন এবং তাদের সহায়তা প্রদান করেন’

সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া

টাকা উদ্ধার হাওড়া সিটি পুলিশের

হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করলো হাওড়া সিটি পুলিশ। রবিবার হাওড়া সিটি পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে এই বিষয়ে।

তাদের তরফে জানানো হয়েছে, সাইবার প্রতারণায় ডিজিটাল গ্রেফতারির শিকার হওয়া হাওড়া থানা এলাকার রমেশবাবুর কাছ থেকে আত্মস্বাস হওয়া ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৬৯ টাকার মধ্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অন্যদিকে সাঁকরাইল থানার মানিকপুর এলাকার জনৈক এক ব্যক্তি রিমোট ডেক্সটপ এন্ট্রিকেশন ডাউনলোড করলে ৭৮ লক্ষ ৮৬৯ টাকা খোয়া যায়। তার মধ্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ৬৯ লক্ষ ৮৮১ টাকা।

গাড়ির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা,

হরিয়ানায় পাঁচকুলায় মৃত্যু ৪ যুবকের

পাঁচকুলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গাড়ির টায়ার ফেটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল হরিয়ানায় পাঁচকুলায়। মৃত্যু হয়েছে ৪ জন যুবকের। পাঁচকুলা-শিমলা হাইওয়ের ওপর বিটনা রোডের কাছে দুর্ঘটনায় ৪ যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি গড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে। নিহতরা শিমলা থেকে পাঁচকুলার দিকে যাচ্ছিলেন, দুর্ঘটনাস্থলেই তাঁরা মারা যান। ওপর একটি গাড়িতে থাকা অন্য তিনজন নিরাপদে আছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকরা হিমাচল প্রদেশ থেকে ফেরার সময় পিঞ্জোরের কাছে হাইওয়েতে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। পাঁচকুলা-শিমলা জাতীয় সড়কে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় চার যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বিহারে এখন যে উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে তা শুধুমাত্র মোদীজির জন্য : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিহারের উন্নয়নের সমস্ত কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, বিহারে এখন যে উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে তা শুধুমাত্র মোদীজির জন্য। রবিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, এখানে (বিহার) ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ ফেব্রুয়ারি ভাগলপুরে আসছেন। বিহারে এখন যা কিছু উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে, তা সবই প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য। ভবিষ্যতেও ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে। বিহারের উন্নয়ন হবে-’

পরিভ্রমণের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারো কারো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সাধারণত এক বছর বলতে ৩৬৫ দিনের হিসাব করা হলেও এবারে ২০২৪ সালে বছরের গণনা করা হবে ৩৬৬ দিনে। কারণ চলতি বছর হল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ। লিপ ইয়ার হল প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৫-দিনের ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারির শেষে বাড়তি একটি দিন যোগ হওয়া। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বিশেষ একটি দিন।

এই বাড়তি এক দিন যোগ হওয়া মানে মাসের শেষে লিপ পরিশোধ করতে যেমন বাড়তি একদিন সময় পাওয়া যায়, তেমনি অনেকের ক্ষেত্রে বেতন আসার জন্য আরেকটা দিন বেশি অপেক্ষা করতে হয়। যারা এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা প্রতি চার বছরে পর পর তাদের প্রকৃত জন্মদিন পালন করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসে শুধুমাত্র একবার এমন সময় এসেছিল যখন ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যোগ করতে হয়েছিল। সুইডেন একটা ডাবল লিপ ইয়ারের অংশ হিসেবে ১৭১২ সালের ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যুক্ত করেছিল। তাহলে ভেবে দেখুন, সেই তারিখে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের জীবদ্দশায় কখনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেননি। এই ৩০শে ফেব্রুয়ারি কেন যুক্ত করতে হয়েছিল সেই ব্যাখ্যার আগে লিপ ইয়ার কেন আসে, কবে থেকে লিপ ইয়ার যুক্ত হয়ে ছে সেই ইতিহাস জানা প্রয়োজন। লিপ ইয়ার কেন আসে? প্রতি চার বছর পর পর ক্যালেন্ডারে যে অসঙ্গতি থাকে, সেটিকে সমন্বয় করতে লিপ ইয়ারের আবির্ভাব। কখন থেকে এই লিপ ইয়ারের প্রচলন হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দুই সহস্রাব্দেরও বেশি আগে প্রাচীন রোমের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। কারণ সেই সময় প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তারা যে সৌর ক্যালেন্ডার ধরে বছর গণনা করতেন সেটি সৌর বছরের সাথে সঙ্গপ্ন আই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই ক্যালেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা এসেছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের কাছ থেকে। তিনি সেসময় আলেকজান্দ্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেন্দেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সোসিজেন্দেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাকে মনে হতে পারে। আসলসু ছেড়ে নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখুন হতাশা কাটাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে যাচ্ছে বহু মানুষ। লড়াই করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছে, হারিয়ে ফেলছে নিজের প্রতি বিশ্বাস। সহজেই মানুষকে ধাস করে ফেলছে দুঃখ, কঠিনতা ভুলে যাচ্ছি জীবন একটা অসম্মান যুদ্ধ যেখানে হাজার রকম প্রতিশ্রুততার সম্মুখীন হতে হবে তবুও এগিয়ে যেতে হবে। অপরের কাছে না হোক, জরী হতে হবে নিজের কাছে। কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করলে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে দুঃখ এবং হতাশার হাত থেকে। হতাশা এবং দুঃখ কাটিয়ে ওঠার এরকমই মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। মেডিটেশন করুন শরীরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলো রোগা এবং ধ্যান, বাড়িয়ে তোলো দেহের রোগ

হতাশা ও দুঃখ কাটিয়ে ওঠার ১৫ টি উপায়

বর্তমান সময়ে যেকোনো বয়সের মানুষের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে হতাশা, জন্ম নিজে ডিপ্রেশন। আঘাত সামলাতে না পেরে জীবন শেষ পরেরাটি উপায় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ডিপ্রেশন এর সাথে মোকাবিলা করার উপায়কারার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বহু মানুষ। লড়াই করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছে, হারিয়ে ফেলছে নিজের প্রতি বিশ্বাস। সহজেই মানুষকে ধাস করে ফেলছে দুঃখ, কঠিনতা ভুলে যাচ্ছি জীবন একটা অসম্মান যুদ্ধ যেখানে হাজার রকম প্রতিশ্রুততার সম্মুখীন হতে হবে তবুও এগিয়ে যেতে হবে। অপরের কাছে না হোক, জরী হতে হবে নিজের কাছে। কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করলে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে দুঃখ এবং হতাশার হাত থেকে। হতাশা এবং দুঃখ কাটিয়ে ওঠার এরকমই মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। মেডিটেশন করুন শরীরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলো রোগা এবং ধ্যান, বাড়িয়ে তোলো দেহের রোগ

হাসি-ঠাট্টার ফলে দেহের সংবহনতন্ত্র বা বিভিন্ন নালীর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই গভীর না থেকে হাসুন, মন ভালো থাকলে হতাশা আসবে না। শিশুদের সাথে সময় কাটান অনেক সময় আমাদের মন খারাপ থাকলে আমরা একটা ঘরে নিজেরপে আবেদ্ধ করে রাখি, সেই সময় নিজেকে বন্ধ না রেখে শিশুদের সাথে সময় কাটান, মন এমনিত্তেই ভালো হয়ে যাবে। নিয়মিত ব্যায়াম করুন নিজেকে সময় দিন আমরা ব্যস্ত জীবনে কাজের থেকে অবকাশ খুব একটা পাই না,কিন্তু তার মধ্যে থেকে সময় বের করতে হবে নিজের জন্য। মাঝেমাঝেই একটু সময় পছন্দের কাজ করুন, সিনেমা দেখা, গান শোনা, পছন্দের রান্না করা, সাহিত্যচর্চা, হাড্ডের কাজ করা যার যেমন্টা পছন্দের সেটা করুন, দেখবেন মুগ্ধ ভুলে আনন্দে থাকবেন সহজেই। পর্যাপ্ত ঘুম যারা হতাশায় ভোগেন তারা ভালো সমাই রাতে ঘুমিয়ে ঘুমান, অল্পসময় ঘুমনেরকরণে যেমন শরীরে প্রভাব পড়ে তেমনি মনের হতাশা আরও বৃদ্ধি পায়। সুস্থ থাকতে হলে ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুম আবশ্যক। তাই রাতে অথবা

দেরিতে না ঘুমিয়ে অভ্যতড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করতেহবে,পরাণ্ডঘুম হালশরীর ও মন অনেক রিলাক্স থাকে। ডায়েরি লেখা চাপা যন্ত্রনা যা মুখ ফুটে থাকলে হতাশার কারণে মন না, বা ভাবছেন কেউ আপনার পরিস্থিতি বুঝবে না, যা যা মনে থাকবে লিখে পেন্সন ডায়েরিতে। ডায়েরি লেখা অভ্যাস করুন সারাদিনের ক্রিয়াকলাপের সর্বিক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও লিখে রাখতে পারেন ডায়েরিতে। মানসিকচাপ,যন্ত্রনারহাত থেকেরেহাই উপায়। অপ্রাপ্তির তুলনায় প্রাপ্তিগুলোকে মনে রাখুন আমরা প্রত্যেকেই জীবনে যা চাই তা সব সময় পাই না, আর না পাইয়া গুলোকে জীবনের ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নি। আমরা প্রাপ্তির তুলনায় অপ্রাপ্তি কে বেশি গুরুত্ব দিই,কিন্তু আমাদের জীবনে যা কিছু রয়েছে যা কিছু প্রাপ্তি সে গুলোকে সব সময় স্মরণ করে আমাদের এগিয়ে চলাক উচিত। তাতে আমাদের হতাশা অনেক কম হবে। বন্ধু, পরিবারের সাথে সময় কাটান অনেক ক্ষেত্রেই হতাশা বা দুঃখ জন্ম নেওয়ার বড় কারণ হলো অসঙ্গতি, একাকীত্ব থেকে মানুষ

ভেঙে পড়ে। তাই যখনই সময় পাবেন বন্ধু এবং পরিবারের মানুষদের সাথে সময় কাটান, যারা আপনাকে আনন্দে থাকতে সাহায্য করে এমন মানুষের সাথে সময় কাটান। বন্ধু, পরিবারের সাথে সময় কাটান নিজেকে ভালোবাসুন যেমনি পরিস্থিতি আসুক না কেন এখনো নিজেকে ছোট ভাববেন না, নিজেকে বার্থ ভাববেন না, হীনমন্যতায় ভুগবেন না, মনে রাখবেন ভগবান তাকেই সাহায্য করে যে নিজেকে সাহায্য করে। তাই সবার আগে নিজেকে ভালবাসুন, নিজেকে সময় দিন। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছার দাম দিন দেখবেন হতাশা কাছেও আসবে না। পরজটিত থিংকার হতে হবে আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখি যারা খুব সহজেই হাল ছেড়ে দেন, কোন কিছু শুরু করার আগেই বিফল হওয়ার কথা ভাবেন। ভাবেন তাদের দ্বারা কিছু হবে না এবং তারাই জীবনে বেশি হতাশায় ভোগেন। জীবনে সাফল্য ব্যর্থতা দুই থাকবে, তবে প্রথমে থেকেই এগিয়ে চলতে সহায়তা করবে এবং তার বিনিময় আপনার থেকে কিছু চাইবে না, নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে শুধু দিয়ে যাবে। কাজের ফাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের বই পড়ুন। এতে যেমন আপনার জ্ঞান বাড়বে পাশাপাশি আপনার মনে হতাশা স্থান নিতে পারবে না। দুঃখ হলে হাসির বই পড়ুন, মন ভালো থাকবে। আর মন ভালো থাকলে শরীরও সুস্থ থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক প্রব্রজ্য দায়ী নন।

তরুণদের সরকারি চাকরির মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং



নয়া দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেনশন, পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং তরুণদের সরকারি চাকরির মানসিকতা ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

লক্ষ্যবিন্দু টাকা উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি শুধুমাত্র সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা বুঝে নিয়ে তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দেন।

মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, জন্ম ও কাশ্মীরের কৃষিভিত্তিক বিকাশ লাভ করছে এবং ডোডা জেলার ভাদেগুয়ায় ল্যাভেভার চাষ এই অঞ্চলকে বৈশ্বিক স্টার্টআপ মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। তিনি ল্যাভেভার চাষসহ অন্যান্য উচ্চ-মূল্যের কৃষিভিত্তিক উদ্যোগের সম্প্রসারণে শেখের এলাকাগুলোর বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ভারতে দুই লক্ষের বেশি স্টার্টআপ পরিচালিত হচ্ছে, যার ফলে দেশ বিশ্বব্যাপী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। স্টার্টআপগুলো শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই বাড়াবে না, বরং মহিলাদের ও স্বনির্ভর গণশক্তির (এসএইজি) জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান তৈরি করবে। তিনি স্টার্টআপের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে শিল্পের সঙ্গে সংযোগ ও বাজার গবেষণার অপরিহার্য ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের গুরুত্বই বাজারের গঠনামা সম্পর্কে গবেষণা করার পরামর্শ দেন।

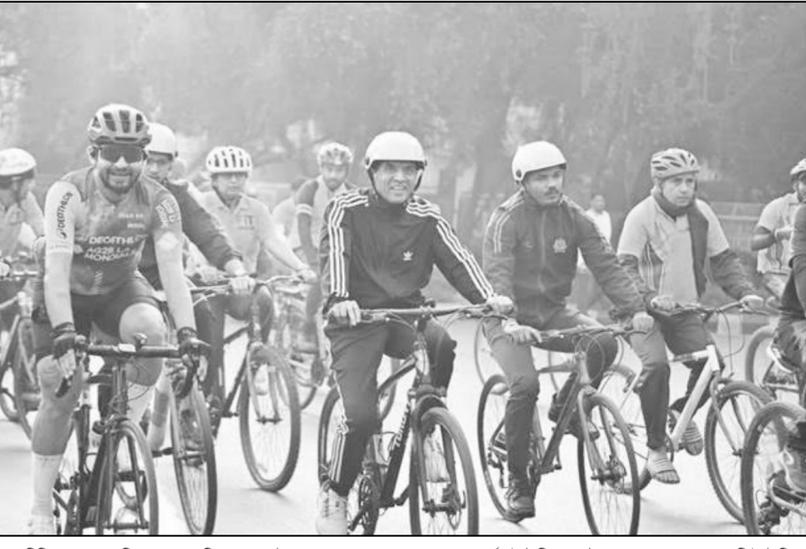
৩০ মিনিট সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জানার জন্য বয়স করে এবং সেই সুযোগগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আরও বলেন যে, তার পরামর্শের ভিত্তিতে এইমস, আইআইআইএম, আইআইটি, আইআইএম এবং জিএমসি জন্মের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (মেউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত গবেষণায় কো-গাইড তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উৎসবে ড. জিতেন্দ্র সিং ৪৫টি স্টার্টআপ স্টল পরিদর্শন করেন এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনকারী তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে তাদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং তাদের উদ্ভাবন চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

“রাষ্ট্রীয় স্টার্টআপ উৎসব-২০২৫” হল জন্ম ও কাশ্মীরকে উদ্ভাবনা, আত্মনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দিল্লিতে ফিফি, সিআইআইয়ের সাথে সাইকেলে ফিট ইন্ডিয়া সানডেতে অংশ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য



নতুন দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: আজ রাজধানী দিল্লিতে “ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল” অর্থাৎ “সাইকেলে ফিট ইন্ডিয়া রবিবার” অভিযানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য। এই সাইকেল অভিযানে অলিম্পিক রোয়াল ব্রিগেড লড়াইয়ের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, স্থলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উৎসর্গ করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, স্থলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

এসেছে কর্পোরেট ইন্ডিয়া। এই উদ্যোগের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিআইআইয়ের স্পোর্টসকমের কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ সিংহানিয়া বলেন, ‘এই উদ্যোগ শুরু করার জন্য আমি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর অভিনন্দন জানাই।

একটি সুস্থ ভারত হ’ল আরও সফল ভারত, কারণ সুস্বাস্থ্য উচ্চতর উৎপাদনশীলতা এবং শক্তিশালী জিডিপির ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা রাখে। একটি শিল্প সংস্থা হিসাবে, আমরা আরও সাইকেলে ফিট ইন্ডিয়া সানডেতে যোগ দিতে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাতৃভাষায় সকলের মতবিনিময় করা উচিত, গুয়াহাটিতে বলেছেন সংঘপ্রধান ডা. মোহন ভাগবত

‘সনাতন সংস্কৃতি রক্ষা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে তন-মন-খন উজার করে সেবায় নিয়োজিত নিবেদিতপ্রাণ স্বয়ংসেবকদের সংগঠন আরএসএস’

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাতৃভাষায় সকলের মতবিনিময় করা উচিত, গুয়াহাটিতে এক সমাবেশে বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সনাতন সংগঠন আরএসএস’

ডা. ভাগবত বলেন, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্গ, পশু, প্রান্ত এবং ভাষাভাষীর মধ্যে আমার এবং আমাদের কুটুম্বের মিলন বাড়াতে হবে। এই মিলন ভাব সমাজের অগ্রগতিতে সহমতে সকল হিন্দু মন্দির, জল এবং শ্মশান এক হতে হবে।

ভোজন, ভবন এবং ভ্রমণ স্ব স্ব আচার-রীতির হওয়া দরকার। নিজস্বের দৈনন্দিন জীবনে নিজস্বের মধ্যে বিদেশি ভাষা প্রয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব মাতৃভাষায় কথাপকথন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কর্তব্য। কার্যকর বৌদ্ধিক বর্গের সত্তামঞ্চে সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবতের সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তর অসম প্রান্ত সংগঠনকর্তা ডা. ভূপেশ শর্মা এবং গুয়াহাটি মহানগর সংঘচালক ডা. হেমেন্দ্র শর্মা। এই কার্যক্রমের পর বিকালে গুয়াহাটি মহানগরের নারেন্দ্রিতে একটি বিন্যাসী শাখায় গিয়েছেন সরসংঘচালক ডা. ভাগবত। সেখানে শাখা টোলার এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি।

ভোপাল পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী, সোমবার গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিটের উদ্বোধন

ভোপাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর থেকে ভোপালে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ভোপালে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান ডা. ভাগবত।

ভোপাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর থেকে ভোপালে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ভোপালে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান ডা. ভাগবত।

বৈঠকে অতিথী ও উপস্থিত ছিলেন। যিনি কালকাজি বিধানসভা আসন থেকে জয়লাভ করেছেন।

মধ্যপ্রদেশে পৌঁছেছেন, প্রথমে ছত্তরপুরে যান, যেখানে তিনি বামেশ্বর ধাম কিকিৎসা ও বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এরপর যান ভোপালে, সোমবার দু’দিনের গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লির বিরোধী দলনেত্রী হচ্ছেন অতিশী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বেছে নিল এএপি

নয়া দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে অতিশী মারলেনাকে বেছে নিল এএপি।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এএপি নেতা গোপাল রাই বলেছেন, অতিশী দলের দায়িত্ব পালন করবে অতিশী এদিন বলেছেন, ‘প্রথমত, আমি আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিদ

কেজরিওয়াল এবং আমার উপর আস্থা রাখার জন্য দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিল্লির জনগণ আম আদমি পার্টিতে বিরোধীদের ভূমিকা পালন করার জন্য বেছে নিয়েছে এবং আমাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একটি শক্তিশালী বিরোধীদল অর্থ বিধানসভায় জনগণের আওয়াজ তোলা এবং আম আদমি পার্টি এই দায়িত্বটি আত্মিকভাবে পালন করবে।’

১.২২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ, নতুন অবকাঠামো প্রকল্প সহ

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অনুমোদন অসম মন্ত্রিসভার সন্মিলিত ৮,৮০০ বুমুর নৃত্যশিল্পীর অনুষ্ঠান এবং অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ সম্পর্কে তথ্য প্রদান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ১.২২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প প্রবৃদ্ধি, নতুন সড়কসহ প্রকল্প সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে অসম মন্ত্রিসভা।

২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। এছাড়া অসম সরকারের বায়োটেকনোলজি পলিসির কিছু সংশোধন করতো। তাছাড়া ওই অনুষ্ঠানে অসমের কলা-সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য এলাকার নৃনাট্যী গ্রামে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়।

পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানান ড. শর্মা।

পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

মিজপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার উত্তর প্রদেশের চুনার খানা এলাকার নৃনাট্যী গ্রামে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়।

১.২২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ, নতুন অবকাঠামো প্রকল্প সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অনুমোদন অসম মন্ত্রিসভার সন্মিলিত ৮,৮০০ বুমুর নৃত্যশিল্পীর অনুষ্ঠান এবং অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ সম্পর্কে তথ্য প্রদান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ১.২২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প প্রবৃদ্ধি, নতুন সড়কসহ প্রকল্প সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে অসম মন্ত্রিসভা।

২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। এছাড়া অসম সরকারের বায়োটেকনোলজি পলিসির কিছু সংশোধন করতো। তাছাড়া ওই অনুষ্ঠানে অসমের কলা-সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য এলাকার নৃনাট্যী গ্রামে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়।

পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানান ড. শর্মা।

পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

উত্তর ভারতীয় সুস্বাদু চিকেন রেসিপি

স্বাদেও কিছু নতুনত্ব আনতে তো মান চায়। আর স্বাদ বদলের জন্য সবচেয়ে ভাল পরীক্ষানিরীক্ষা চলে বোধহয় চিকেনের উপরই। কারণ, রান্নার ধরনের উপর, উপকরণের উপর নির্ভর করে চিকেনের স্বাদ বাড়িতে রান্না করা খোসা বোল মাংসের পাশাপাশি চিকেনের নানা ফিউশনও তো চোখে দেখেছেন নিশ্চয়ই? এবার আসুন, দেশের অন্যান্য প্রান্তের কিছু ঐতিহাসিক চিকেনের পদ শেখা যাক। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোয় একটু অন্যভাবে রান্না হয় মাংস। তারই দুটো রেসিপি রইল —



কড়াই চিকেন এটি মূলত উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় পদ। এই রান্নার একটি বিশেষত্ব, মশলাগুলো মেশানো হয় রান্নার প্রায় শেষভাগে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এতগুলো টমেটো, তারওপর টকদই দেওয়ার ফলে একটা টক ভাব আসবে রান্নার মধ্যে। কিন্তু আসতে তা হয় না। মশলা এবং কাঁচালঙ্কার ঝাল ভাব টমেটো ও এবং দইয়ের প্রভাবকে কমিয়ে দেয়। ফলে একটা অন্য ধরনের স্বাদ চাখার সুযোগ এনে দেয় কড়াই চিকেন।

উপকরণ: চিকেন — ৫০০ গ্রাম টমেটো — ৫টি (চার ভাগ করে কাটা) পিয়াজ কুচি — হাফ কাপ ধনে ও জিরেগুঁড়া — ১ চা চামচ গরমমশলা — ১ চা চামচ ড্রাই কসুরি মেথি পাতা — ১ চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ ধনেপাতা কুচি — ৪ টেবিল চামচ নুন, চিনি — পরিমাণমতো তেল — ১০ টেবিল চামচ আদা বাটা — ১ চা চামচ গোটা জিরে — ১ টেবিল চামচ টক দই — ২ বড় চামচ (ভাল করে ফেটিয়ে রাখা) বড়ো আকারের কাঁচালঙ্কা — চারটি (অর্ধেক করে চিরে নেওয়া) পদ্ধতি: প্রথমে কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে কাঁচা মাংস দিয়ে

দিতে হবে। কড়া আঁচে ভাজতে হবে। মাংসে হালকা বাদামি রং ধরা পরায়। এরপর মাংসগুলো নামিয়ে নিয়ে আঁচ কমিয়ে ওই তেলে গোটা জিরে ফোড়ন দিতে হবে। হালকা ভাজার পর সুগন্ধ বের হলে তেলে সোলে দিন পিয়াজ কুচি। তাতে টমেটো, তারওপর টকদই দেওয়ার ফলে একটা টক ভাব আসবে রান্নার মধ্যে। কিন্তু আসতে তা হয় না। মশলা এবং কাঁচালঙ্কার ঝাল ভাব টমেটো ও এবং দইয়ের প্রভাবকে কমিয়ে দেয়। ফলে একটা অন্য ধরনের স্বাদ চাখার সুযোগ এনে দেয় কড়াই চিকেন।

মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ে বেশি টিভি দেখায়

অধিকাংশ মানুষ সারাদিন বাড়িতে বসে বিরক্ত। অফুরন্ত এ অবসর কাটাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সময় টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র দেখে। কিন্তু, এ প্রবণতা দেহের জন্য বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করছে। এমনকি খুব বেশি সময় টেলিভিশন সেক্টর সঙ্গে কাটালে তা আপনার বঁচে থাকার সম্ভাবনাকেই কমায়। এমনটাই জানা গেছে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা সূত্রে।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গবেষণায় বলা হয়, দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা বা তার কম সময় টেলিভিশন, মোবাইল বা অন্য ডিভাইসের পর্দায় চোখ রাখলে তাতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস পায়। পর্দার চোখ রাখা এ সময়কে বলা হয় 'ক্লিন টাইম'। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী জানান, গবেষণার ফলাফল প্রাপ্তবয়স্কদের 'ক্লিন টাইম' কমানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। ৩৭ থেকে ৭২ বছর বয়সী মত পাঁচ লাখ স্বেচ্ছাসেবী গবেষণায় অংশ নেন। যা ২০০৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগ ধরে পরিচালনা করা হয়।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, 'স্বেচ্ছাসেবীরা যদি দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা বিনোদন যন্ত্রের পর্দায় চোখ রাখতেন, তাহলে তাদের ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ মৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে পারতেন। আর হৃদরোগ সংক্রান্ত মৃত্যু এড়ানো বা তার

প্রবণতা হ্রাস করতে পারতেন এদের ৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ।' এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং সেন্টারের বিজ্ঞানী ড. হেমিশ ফস্টার।

ড. ফস্টার জানান, 'আমাদের সাম্প্রতিক অনুসন্ধান ইতোমধ্যেই বিদ্যমান অন্যান্য গবেষণার তথ্য-উপাত্তকে সমর্থন করে। এসব গবেষণা বলছে, শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া খুব বেশি সময় বসে বসে টেলিভিশন দেখলে তা স্বাস্থ্যকে ঝুঁকি করে।'

'আমাদের গবেষণা আরও বলছে, টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখার সময় কমিয়ে আনলে; স্বাস্থ্যঝুঁকি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অনেকটাই এড়িয়ে চলা সম্ভব। তবে এটি নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। ৩৭ থেকে ৭২ বছর বয়সী মত পাঁচ লাখ স্বেচ্ছাসেবী গবেষণায় অংশ নেন। যা ২০০৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগ ধরে পরিচালনা করা হয়।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, 'স্বেচ্ছাসেবীরা যদি দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা বিনোদন যন্ত্রের পর্দায় চোখ রাখতেন, তাহলে তাদের ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ মৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে পারতেন। আর হৃদরোগ সংক্রান্ত মৃত্যু এড়ানো বা তার

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বৃদ্ধি টেকে সেজন্য রাখার আদর্শ হতে শুরু পরিবেশে। আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা। খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্রাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জলের ব্যাগ বা বাঁশের অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক তৈরি পাট্রে সংরক্ষণ করতে হবে।



খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে। রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভালো রেফ্রিজারেটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দ্রতা, গ্যাস, ময়েশচারাইজার ইত্যাদি শুষ্ক নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে। রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: ঝুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খোয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দ্রতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা



শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুর খাবার, খাবারের পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরিচর জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শাদমধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে।

এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার হেট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেয়তে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু সঠিক— তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের বোল, শিং মাছের বোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক— মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে। ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিহীন। সঠিক— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিহীন নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার আভাস করানো উচিত নয়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের বোল, শিং মাছের বোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক— মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে। ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিহীন। সঠিক— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিহীন নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার আভাস করানো উচিত নয়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ। কণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে সঞ্চারিত প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র

২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, চিনির শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা

ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সন্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দ্রুত কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসএডিএর মতে, গড় পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩ গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনান্বিতিক, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

সহজ উপায়ে ঘরেই বানাতে পারেন রঙিন বুদ্ধিয়া

ইফতারে নানা রকম খাবারের মধ্যে মিষ্টি কিছু না থাকলে হয়না। আর ইফতারে মিষ্টি খাবার হিসেবে রঙিন বুদ্ধিয়া ছোট বড় সবাই বেশ পছন্দ করেন। বুদ্ধিয়া খেতেও যেমন মজা তেমনি এটি তৈরি করাও খুব সহজ। জেনে নিন সহজ উপায়ে রঙিন বুদ্ধিয়া তৈরির রেসিপি- তৈরি করতে যা লাগবে:- ছেলার ডালের বেসন দেড় কাপ বেকিং পাউডার আধা চা চামচ হলুদ ফুড কালার বা জাফরান সামান্য চিনি দেড় কাপ তেল ভাজার জন্য যেভাবে বানাবেন: বেসনে বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। এবার দেড় কাপ পানি দিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিন। বাটিতে পানি দিয়ে গোলালো বেসন অল্প করে পানিতে ফেলুন। বেসন যদি পানিতে ভেসে উঠে তাহলে বুঝবেন বেসনে পানির পরিমাণ ঠিক আছে। আর

বেসন যদি পানিতে ভেসে না ওঠে, তাহলে আরও অল্প একটু পানি দিয়ে বেসন ফেটিয়ে নেবেন। বেসনের গোলায় ফুড কালার বা জাফরান মিশিয়ে নিন। এবার আন্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরিচর জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শাদমধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে।

এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার হেট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেয়তে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু সঠিক— তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

বেসন যদি পানিতে ভেসে না ওঠে, তাহলে আরও অল্প একটু পানি দিয়ে বেসন ফেটিয়ে নেবেন। বেসনের গোলায় ফুড কালার বা জাফরান মিশিয়ে নিন। এবার আন্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরিচর জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শাদমধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে।

এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার হেট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেয়তে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু সঠিক— তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

বেসন যদি পানিতে ভেসে না ওঠে, তাহলে আরও অল্প একটু পানি দিয়ে বেসন ফেটিয়ে নেবেন। বেসনের গোলায় ফুড কালার বা জাফরান মিশিয়ে নিন। এবার আন্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরিচর জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শাদমধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে।

এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার হেট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেয়তে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু সঠিক— তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

বেসন যদি পানিতে ভেসে না ওঠে, তাহলে আরও অল্প একটু পানি দিয়ে বেসন ফেটিয়ে নেবেন। বেসনের গোলায় ফুড কালার বা জাফরান মিশিয়ে নিন। এবার আন্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরিচর জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শাদমধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে।

এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার হেট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেয়তে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু সঠিক— তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা বোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব

কী দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেট দুধ?

দুধ আমাদের শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এখটা খাবার। আমাদের শরীরে অনেক ঘাটতি পূরণ করে দুধ। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, দুধের মাধ্যমে শরীরের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে উল্টে আরও ক্ষতি করে ফেলেছেন না তো? বাড়িতে বাচ্চা থেকে শুরু করে আমরা সবাই দুধ খেয়ে থাকি। বাচ্চাদের বেশি পরিমাণে দুধ খাওয়ানো

হয়। কারণ: এতে তাদের শরীরে অনেক উপকার হয়। শুধু তাই নয়, শরীরে পুষ্টির অভাব পূরণ করে দুধ। সেই দুধেই মেশানো হচ্ছে ভেজাল। এজন্য ভেজাল, যা শরীরের ক্ষতি করবে। বেশিরভাগ মানুষই দোকান থেকে প্যাকেট দুধ কিনে খান। সারা দেশে যত পরিমাণ দুধ বিক্রি হয়, তার বেশিরভাগটিই ভেজাল। এই ভেজাল দুধে মেশানো হচ্ছে

সাবান, কস্টিক সোডা, গ্লুকোজ, সাদা রং আর তেল। এই সমস্ত উপাদান দিয়েই তৈরি হচ্ছে পুরণ করে দুধ। এর সংখ্যাটা ৬৮ শতাংশ। মানে আমাদের দেশে ৬৮ শতাংশ প্যাকেট দুধই ভেজাল। সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ গ্রামে এই ভেজাল দুধ খাচ্ছে মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই ভেজাল দুধ বিক্রি বন্ধ করা যায়। তার জন্য লোকসভায় আবেদন করা হয়েছে।

আচারের নাম শুনে জিভে জল চলে আসে সবারই। টক, মিষ্টি, ঝাল কত স্বাদেরই না হয় এই আচার। নানা রকম ফল দিয়ে আচার তৈরি করা যায়। চালতা সেরকমই একটি ফল। চালতার আচার তৈরিতে বামেলাও কম।

রইলা রেসিপি -

উপকরণ :-

চালতা- ১টি (বড়), রসুন- ২ কোয়া (কুঁচি), শুকনা মরিচ- ৫/৬টি, পানির স্ফোজন- ২ চা চামচ, হলুদ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- ১/৩ কাপ, চিনি ও লবণ- স্বাদ মতো।

প্রণালি : চালতার খোসা ছাড়িয়ে টুকরা

করে নিন। জলে হলুদ ও লবণ মিশিয়ে চালতার টুকরা সেদ্ধ করুন। চুলা থেকে নামিয়ে জল ও চালতা আলাদা করুন। ঠান্ডা হলে চালতার টুকরা চৌছে নিন। পাঁচফোড়ন ও শুকনা মরিচ একসঙ্গে গুঁড়া করুন। প্যানে তেল গরম করে রসুন কুচি ও মরিচ-পাঁচফোড়নের গুঁড়া ভাজুন। সুগন্ধ বের হলে চৌছে রাখা চালতার টুকরা দিয়ে নাড়তে থাকুন। আধা কাপ চালতা সেদ্ধ করা পানি ও পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সামান্য লবণ দিন। চালতা নরম হয়ে আসলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। মুখবন্ধ ব্যাগে সংরক্ষণ করুন চালতার আচার।

আচারের নাম শুনে জিভে জল চলে আসে সবারই। টক, মিষ্টি, ঝাল কত স্বাদেরই না হয় এই আচার। নানা রকম ফল দিয়ে আচার তৈরি করা যায়। চালতা সেরকমই একটি ফল। চালতার আচার তৈরিতে বামেলাও কম।

রইলা রেসিপি -

উপকরণ :-

চালতা- ১টি (বড়), রসুন- ২ কোয়া (কুঁচি), শুকনা মরিচ- ৫/৬টি, পানির স্ফোজন- ২ চা চামচ, হলুদ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- ১/৩ কাপ, চিনি ও লবণ- স্বাদ মতো।

প্রণালি : চালতার খোসা ছাড়িয়ে টুকরা

আচারের নাম শুনে জিভে জল চলে আসে সবারই। টক, মিষ্টি, ঝাল কত স্বাদেরই না হয় এই আচার। নানা রকম ফল দিয়ে আচার তৈরি করা যায়। চালতা সেরকমই একটি ফল। চালতার আচার তৈরিতে বামেলাও কম।

রইলা রেসিপি -

উপকরণ :-

চালতা- ১টি (বড়), রসুন- ২ কোয়া (কুঁচি), শুকনা মরিচ- ৫/৬টি, পানির স্ফোজন- ২ চা চামচ, হলুদ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- ১/৩ কাপ, চিনি ও লবণ- স্বাদ মতো।

প্রণালি : চালতার খোসা ছাড়িয়ে টুকরা

আচারের নাম শুনে জিভে জল চলে আসে সবারই। টক, মিষ্টি, ঝাল কত স্বাদেরই না হয় এই আচার। নানা রকম ফল দিয়ে আচার তৈরি করা যায়। চালতা সেরকমই একটি ফল। চালতার আচার তৈরিতে বামেলাও কম।

রইলা রেসিপি -

উপকরণ :-

চালতা- ১টি (বড়), রসুন- ২ কোয়া (কুঁচি), শুকনা মরিচ- ৫/৬টি, পানির স্ফোজন- ২ চা চামচ, হলুদ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- ১/৩ কাপ, চিনি ও লবণ- স্বাদ মতো।

প্রণালি : চালতার খোসা ছাড়িয়ে টুকরা

আগরণ আগরতলা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং, ■ ১১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার

মন কি বাতে ওবেসিটি, খাবারে তেলের ব্যবহার কমানোর পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের ১১৯-তম পর্বে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ করার সঙ্গে সাদেই দিয়েছেন ভোজ্য তেল খাওয়া ১০ শতাংশ কম করার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, “ফিট ও স্বাস্থ্যকর পেশ গড়ে তুলতে ওবেসিটির (মেদ বৃদ্ধি) সমস্যা সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে। গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন ওবেসিটির সমস্যায় ভুগছেন। গত কয়েক বছরে ওবেসিটির সমস্যা বেড়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হল, শিশুদের মধ্যে ওবেসিটির সমস্যা ৪ গুণ বেড়েছে।”

মৌদী বলেন, “খাবারে তেলের ব্যবহার কমানো এবং স্থূলতা মোকাবেলা করা কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ নয় বরং পরিবারের প্রতি এটা আমাদের দায়িত্বও। খাবারে অতিরিক্ত তেলের ব্যবহার হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো অনেক রোগের কারণ হতে পারে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে ছোট ছোট পরিবর্তন এনে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী, সুস্থ এবং রোগমুক্ত করতে পারি।’

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম্পরা

অক্ষুণ্ণ রাখতে আলোচনাচক্র

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে দেশের ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি ও ভাষা উভয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে রবিবার আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভাষা ভবনের তৃতীয় তলের কনফারেন্স রুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষক এবং লেখক ও উপস্থিত বক্তারা তাদের সূচিত্তিত মতামত ও বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তার ঐতিহ্যের পরম্পরাকে তুলে ধরেছেন। আলোচনাচক্রে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ গড়া ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। তৎকালীন সময় মানুষের উপর নিপীড়ন, মরিকর্পাঁপির কাহিনী ও এমন বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন একাধিক গবেষক ও লেখক।

দলীয় কর্মীদের হুঁশিয়ারি বাঁকুড়ার তৃণমূল সভাপতির

বাঁকুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): দলের মধ্যেই বেইমান-বিশ্বাসঘাতক রয়েছে হাজার একথর করে দিতে হবে। গোষ্ঠী স্বল্পে জেরবার দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী বাঁকুড়ার বিকনা হাইস্কুল মাঠে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন। এই সভায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে অরূপবাবু বলেন, “ দলে অনেক বেইমান বিশ্বাসঘাতক আছে। এরা তৃণমূলের ছাত্তার তলায় থেকে ভোটের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ভোটের আগে যারা জোড়ামুণের বিরুদ্ধে গুজুব- গুজুর ফুসুর-ফুসুর করেন তাদের নিয়ে একথর করে দেবেন।” দলের একাংশের প্রতি তাঁর এমন মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়দিন বিজেপি। বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার বলেন, টাকা-পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল এমন জাগরায় পৌঁছেছে যে কর্মীদের মধ্যে নানুতন বিশ্বাসযোগ্যতা টুকুও নেই। অরূপবাবর এই হুঁশিয়ারি সেই কারনেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ৩৩৭ ০০৪৪ চকুব্যাক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। আ্যুহলেপ : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবপুর মার্গার্ণ ক্লাব : ও আমার তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৪৪৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/সহিত্য ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৭৬৪৭৮০, ব্রহ্মতি সংঘ(পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১৬৬৬২, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিয়ারটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফিউর্ডেশন : ২৩৬১০০। টাইটন্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্ড), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কনসোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪১৫৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যাড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০৪২৩, সমাজ স্কয়ার ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৬৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৭৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১১৮৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪৪, সূর্য তোারণ ক্লাব(দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগস্কৃত ক্লাব : ৭০০৫৪৪০০০৫/৯৪৩৬৫৯৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ বাহারয়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাহারয়ার : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কর্টোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দেওয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ৩৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিয়া : ২৩৪-১১৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩০ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রামঠাকুর সেবা মন্দিরের অফিস কার্যালয়ের নতুন ভবনের শুভ দারোৎঘাটন করলেন বিধায়িকা কল্যানী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়াহিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরের অফিস কার্যালয়ের নতুন ভবনের শুভ দারোৎঘাটন হল রবিবার ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেষ্টক তথা বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয় নতুন ভবনের। তেলিয়ামুড়াহিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরের পুরানো এই সেবা মন্দিরের অফিসগৃহটি দীর্ঘ বছর একটি অস্থায়ী গৃহ থেকে পরিচালিত হয়ে আসছিল। আশ্রম কর্তৃপক্ষ বিধায়িকার নিকট আর্জি করার সাথে সাথেই উনি উনার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা করেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুবিধামুক্ত একটি নতুন অফিসগৃহ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর ধারোদখাটন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, রাজ্য রামঠাকুরের ভক্তদের নিয়ে গঠিত কমিটির রাজ্য সম্পাদক, তেলিয়ামুড়া আশ্রমের সম্পাদক সভাপতি সহ অন্যান্যরা। এখন থেকে এই নতুন কার্যালয়ের মাধ্যমেই আশ্রমের সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হবে। বিধায়িকা উনার আলোচনায় বলেন, উনি উনার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সমাজের সকল অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্যই খরচ করার ব্যবস্থা করে আসছেন। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কর্ত্তে এই অর্থ, যা সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য, রাস্তাখাট, পানীয়জল সমস্ত ক্ষেত্রেই উনার সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা রয়েছে।

মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে স্বনির্ভর সুবল মালাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে সুবল মালাকার আজ স্বনির্ভরতা অর্জন করেন। দুর্গা চৌমুহনী রকের অধীন কুচাইমালা পঞ্চায়তের মালাকার পাড়ার বাসিন্দা সুবল মালাকার ।একটা সময় সুবল মালাকার স্ত্রী সহ দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে অভাব অনটনে মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতো। গত ৩৪ বছর আগে ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারি সাহায্যে শুরু করেন মৌমাছি পালন। ধাপে ধাপে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু সংগ্রহের প্রশিক্ষণ নেন আগরতলা কৃষি কলেজ ও ধলাই জেলার দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকে। মৌমাছি পালনে নানা সময়ে আর্থিক বাধা আসলেও পিছুপা হয়নি। বর্তমানে ৩৫ টি মৌমাছি বস্কে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করছেন সুবল বাবু। বর্তমানে প্রতি কেজি মধু ১ হাজার টাকা দরে বিক্রি করছেন। বছরে কম করে আয় করছেন ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা।

স্ত্রী সহ এক মেয়ে ও এক ছেলে কে নিয়ে এখন ভালভাবে সংসার চলাছে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে মৌমাছির বয়গুলি পরিচর্যা করেন সুবল বাবু সহ উনার পরিবার।

প্রজাপিতা ব্রন্সাকুমারি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শান্তি শোভাযাত্রার সূচনা করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: প্রজাপিতা ব্রন্সাকুমারি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিব জয়ন্তী উপলক্ষে শান্তি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। প্রজাপিতা ব্রন্সাকুমারি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিব জয়ন্তী উপলক্ষে শান্তি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আড়ালিয়াস্থিত প্রজাপিতা ব্রন্সাকুমারিয়া ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে রেলিগ সূচনা হয়। যার শুভ সূচনা করেন আগরতলা পৌরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রজাপিতা ব্রন্সাকুমারি ঈশ্বরিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বর। র্যালিগকে কেন্দ্র করে শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতকে ২৪২ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে রবিবারের ম্যাচটা পাকিস্তানের কাছে ছিল ড় অর ডাই ম্যাচ। এদিন হারলেই পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায় নিতে হবে। এরকম অবস্থায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে খুব বড় সংগ্রহ করতে পারেনি মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। প্রথম ইনিংসে শেষে ভারতকে ২৪২ রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে পাকিস্তান।

উদ্বোধনী জুটিতে ৪১ রান যোগ করেন বাবর আজম এবং ইমাম উল হক। তবে বাবর আজম বৃষ্টি ইনিংসে খেলতে পারেননি। তিনি ২৫ বলে ২৩ রান করে হার্ডিক পাণ্ডিয়ার বলে আউট হন। বাবরের বিপর্যয়ে পরের ওভারে অস্কার প্যাটেলের সুন্দর গ্লোতে ইমাম উল হক ফেরেন রান আউট হয়ে। পাওয়ারপ্লেতে ২ উইকেট হারিয়ে ৫২ রান করে পাকিস্তান তৃত্বীয় উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং সৌদ শাকিল ১১৪ রানের জুটি গড়েন। ৭৭ বলে ৪৯ রান করেন রিজওয়ান। আর ৭৬ বলে ৬২ রান করে আউট হন সৌদ। এরপর ১৫ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারানোর পর ষষ্ঠ উইকেটে একটি জুটি গড়ার চেষ্টা করেন সালামনা আযা এবং খুশদিল শাহ। তবে কুলদীপ যাদবের শিকার হয়ে সালামনা ফিরলে ৫৫ রানের এই জুটি ভেঙে যায়। ২৪ বলে ১৯ রান করে আউট হন ইনফর্ম সালামনা। সালামনা আউট হওয়ার পরের বলেই আউট হন শাহানি আফ্রিদি। পাকিস্তানের দলীয় সংগ্রহ তখন ২০০।

এরপর শেষের দিকের ব্যাটারদের নিয়ে খুসদিল পাকিস্তানকে ২৪১ রানে ফির্টিয় যান। ৩৯ বলে ৩৮ রান করে শেষ ওভারে আউট হন খুশদিল। নাসিম শাহ ১৬ বলে করেন ১৪ রান।

ভারতের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন কুলদীপ যাদব। ২ উইকেট নিয়েছেন হার্ডিক পাণ্ডিয়া। আর একটি করে উইকেট নিয়েছেন হরিত রানা, অক্ষর প্যাটেল এবং রবীন্দ্র জাদেজ।

এআই সেক্টরে তরুণদের

●**প্রথম পাতার পর**

বাঘের পূজা করেন। তাদের জন্য এই অঞ্চলে মানুষ-প্রাণীর দ্বন্দ্ব প্রায় নেই বললেই চলে। একইভাবে, গুজরাটে, স্থানীয় জনগণ গির এ এশিয়াটিক সিংহদের রক্ষা ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার কারণে, গত কয়েক বছরে বাঘ, চিতাবাঘ, এশিয়াটিক সিংহ, গভার এবং হরিণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।”

অপরদিকে, উত্তরাঞ্চ ও এখন দেশের শক্তিশালী ক্রীড়া শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। জোর দিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৯-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, উত্তরাঞ্চও অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে সমগ্র দেশ থেকে ১১ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ দুর্গাট পারফর্ম করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি দেবভূমির একটি নতুন সংস্করণ উপস্থাপন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, উত্তরাঞ্চও এখন দেশের একটি শক্তিশালী ক্রীড়া শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এটি অবியং প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে এবং শ্রেষ্ঠত্বের সস্কৃতিকেও প্রচার করে। এই গেমগুলিতে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জেতার জন্য সার্ভিসেস দলকে আমার অভিনন্দন।

কলসীমুড়ায় বিএসএফ”র সিভিক এ্যকশান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি:বিএসএফ ৪৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে কলসীমুড়ায় সিভিক একশান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সকাল এগারো ঘটিকার সময় নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএসএফের ৪৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট অজিত কুমার, ব্যাটেলিয়নের টুআইসি আনন্দ আরজু, ডেপুটি কমান্ডেন্ট গৌরব কুমার, কলসীমুড়া পঞ্চায়তের প্রধান, উপপ্রধান সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগন।

এদিনে অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে আলোচনা রাখতে গিয়ে কমান্ডেন্ট অজিত কুমার বলেন আমাদের দেশ রক্ষার্থে সীমান্ত এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী জেয়ানদের সাথে স্থানীয়ভাবে লোকজনদের সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে। স্থানীয়ভাবে যদি জেয়ানরা তাদের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা না পায় তাহলে জেয়ানদের প্রক্ষে দায়িত্ব পালন অনেকটা কঠিন হয়ে দাড়ায়। পাশাপাশি তিনি বলেন গ্রামের লোকজন খেলা তথা দরিদ্র পরিবার থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় সমুখীন হতে হচ্ছে। তাই তাদের দারিদ্রতার কথা বিবেচনা করে এদিনে নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের হাতে লেখাপড়া এবং খেলাধুলার বিভিন্ন সরনাম তোলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি গ্রামের বিভিন্ন যুবক- যুবতি সহ বয়োবৃদ্ধদের হাতেও রকমারি সরনাম তোলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে এদিনে মোট বাইশ ধরনের রকমারি আইটেম ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের হাতে ছোলে দেওয়া হয়। তবে বিএসএফ কর্তৃক এমন অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ বিশেষ উপকৃত হন।

মা উষা চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে ইন্দ্রনগরে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি:মা উষা চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে আজ ইন্দ্রনগর মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের বিভিন্ন রক্ পরীক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা প্রদান ও গুণ্ডয দেওয়া হয়। ১১০ জন রোগি এই চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন বলে জানিয়েছেন মা উষা চেরিটেবল ট্রাস্টের কর্ণার ডক্টর সুশান্ত রায়।

তিনি বলেন এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাটে উদ্যোগে করা হচ্ছে, আগামী দিনও হবে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে অশে নেন ডক্টর রজত ভৌমিক, ডক্টর রজত দত্ত ডঃ সৌমেন ভৌমিক, ডঃ সংঘমিতা পাল, ডক্টর কুহেলি পাল।

আমাদের জন্য অত্যন্ত

●**প্রথম পাতার পর**

‘আয়োজিত মন কি বাত কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শোনার জন্য আমরা প্রতি মাসের শেষ রবিবার প্রায়ত্ন অপেক্ষা করি। পৃথিবীর এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে কোন প্রধানমন্ত্রী এভাবে দেশের মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই কাজটা করে যাচ্ছেন। এখানে দেশের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। সেই সাথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবে যোগসূত্র স্থাপন আমরা রাষ্ট্র থেকে দেখতে পাই নি। আজ তিনি ক্রিকেট সম্পর্কেও কথা বলেছেন। ক্রিকেটে অনেকে সো্ধুরি করেন। কিন্তু ইসরোর পক্ষ থেকে ১০০তম রকেট উৎক্ষেপণ সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি না। আজ প্রধানমন্ত্রী সেই তথ্যও সারা ভারতবর্ষকে জানিয়েছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবার ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত এনইসির প্র্যানারী অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যানও।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে ত্রিপুরাকে অনেকে জানতেন না, চিনতেন না। এবার পরীক্ষা পে চর্চা কার্যক্রমে ত্রিপুরার বিশ্লোনিয়ার একটি ছেলের সঙ্গে সবচাইতে বেশি কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ছেলোটি প্রধানমন্ত্রীর সামনে ত্রিপুরা সম্পর্কে খুবই ভালোভাবে উপস্থাপন করেছে। আর ত্রিপুরার কথা শুনেইই এক অনারকম আগে চলে আসে প্রধানমন্ত্রীর। এদিন চন্দ্রায়ন, মদনায়ন সহ বিভিন্ন স্যাটেলাইটের কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, যা উনার সময়কালে হয়েছিল।

বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষিত হলেই আমাদের ছেলেকেন্দ্রেরও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষিত করতে পারবে। এছাড়াও আই ই বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কেও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুদিন আগে প্যারিস সমিটে গিয়ে এ আই এর ভালো ও মন্দ দিক নিয়েও কথা বলেছেন। আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস খুব ভালোভাবে উদ্‌যাপনের কথাও বলেছেন তিনি।

আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এদিন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখিক নিয়েও কথা বলেছেন। বিশেষ করে অ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের শারীরিক সুস্থতা নিয়েও কথা বলেছেন। সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়ামের উপরও গুরুত্ব রেখেছেন। শরীরের জন্য ক্ষতিকারক এমন খাবার খাওয়া উচিত নয়। শরীর ঠিক থাকলে সবকিছু ঠিক থাকবে। তাই প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত কার্যক্রমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সুস্থ থাকার বার্তা দিয়েছেন। সমাজের ভালো করার জন্য প্রতি মাসের শেষ রোববারে বার্তা দিয়ে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার চাপ নিয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলছেন, বইকে জিতবে নাকি জীবনকে জিতবে। এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু বই নিয়ে থাকলাম, কিন্তু জীবন থেকে কিছু পেলাম না। তবে সামনের দিকে কোনদিন এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মন কি বাত কার্যক্রমে বাস্তবত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেনেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের ত্রিপুরায় ৭০ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে। এজন্য আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে অগ্নিজনন রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় তুলনায় আমাদের পরিবেশও অনেক ভালো। আমি এখান থেকে এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কভেছা জ্ঞাপন করছি। মন কি বাত কার্যক্রম আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত গৌরবময় এপিসোড। এই কার্যক্রমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এখাা থেকে বসে আমরা সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে পারলাম। আর সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য। আজকের এপিসোড থেকেও আমরা অনেক কিছু জানলাম শিখলাম। মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গিকার নিয়ে এই সরকার আমাদের দিকে এগিয়ে চলাছে। আর সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলাতে হবে।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সম্পাদক তথা মন কি বাত কার্যক্রমের ইনচার্জ রতন ঘোষ, বিধায়ক মীনা দাগী সরকার, সদর আরবন জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর বাপি দাস সহ অন্যান্য কার্যকর্তাগণ।

শৌকজ

●**প্রথম পাতার পর**

নয়, এর আগেও বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ন্বর্তিতার অভাব লক্ষ্য করেছেন এবং তা সংশোধনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং শিক্ষা পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাইকে যথাযথ সমন্বয়ন্বর্তিতা ও কর্মনিষ্ঠার পরিত্য দিতে হবে। বিদ্যালয়গুলির সার্বিক কার্যকারিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এই ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন ও কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ ভবিষ্যতেও চলাবে বলে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মাছ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে লড়াই গান্ধীগ্রামে

●**প্রথম পাতার পর**
সভাপতির গোষ্ঠীর লোকেরা এসে অকথা ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে বলে অভিযোগ। তারাও মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এমন সময় উত্তর গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডর মনোদীত সদস্য শংকর দাশ মাছ ধরতে নামতেই শুরু হয় সংঘর্ষ। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠে গান্ধীগ্রাম এলাকা।

উত্তর জেলায় গৃহকর্তাকে

●**প্রথম পাতার পর**

কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাদের হাতে ছিল বন্দুক ও ভুজালি। ডাকাতরা দ্রুত সোনা-রুপা ও নগদ অর্থ লুট করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে চুরাইবাড়ী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দতন্ত শুরু করেছে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি. জোরিনপুইয়া, সহকারী পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডারলং এবং পুলিশ সুপার অভিলাস রাই। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি ফরেনসিক দলকে খবর দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্তের গতি ত্বরান্বিত করা যায়। এই ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ও শোক সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ইতোমধ্যে দুর্ভুক্তীদের শনাক্তকরণ ও প্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক তরাস্থি শুরু করেছে।

রাজ্যে ৯ লাখ ১৮ হাজার

●**প্রথম পাতার পর**

বিবেচনায় মজুরি বাড়ানোর দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের পাশাপাশি একে বাস্তবায়িত করার প্রক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থের সংস্থান করার বিকল্প প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বা দেশের অর্থমন্ত্রী কেউই এই দাবি এবং প্রস্তাবে কনপাত করেননি। এই প্রস্তাবিত বাজেটেও রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ায়নি।

বিবৃতিতে আরো লেখা হয়, আমাদের রাজ্যেও ভয়াবহ বেকার সমস্যা শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী জনগণের কাজের সংকট মজুরি কমে যাওয়া উপরন্তু ভয়াবহ মূলাবৃদ্ধি। ফলে আমরা প্রদেশ কংগ্রেস দাবি জানিয়ে আসছিলাম রেগায় ২০০ দিনের কাজ এবং মজুরি ন্যূনতম ৫০০ টাকা করা। এতো কার্যকরী করেইনি উপরন্তু দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোটাল থেকে আমাদের রাজ্যেও ২১ লক্ষ ২২ হাজার ১২৯ জন শ্রমিক যারা রেগা আইনে নিখুঁতুক্ত ছিল এ থেকে ৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৩২৮ জনের নাম রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা এডিসি এলাকার বসবাসকারী। বাদ যাওয়া তালিকাভুক্তদের মধ্যে সার্বিক সংখ্যাই হচ্ছে ধলাই জেলা। এই জেলাতেই বাদ পড়া শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৩২ জন। অথচ রেগা আইনে পিছিয়ে থাকা জেলা হিস



ফুলবাড়ীকান্দি যুবসমাজ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা দখল করল বাবুরবাজার ডিলার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কৈলাসহর মহকুমার অধীন ফুলবাড়ীকান্দি যুবসমাজ ওগ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টের আজ ছিল ফাইনাল ম্যাচ। শিরোপা অর্জন করে বাবুরবাজার ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। উনকোটি জেলা কৈলাশহর, কৈলাশহর ফুলবাড়ীকান্দি যুবসমাজ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন হয়েছিল গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৫। দল বাছাই, সেমিফাইনাল শেষে আজ ছিল ফাইনাল অর্থাৎ চূড়ান্ত ম্যাচ। আজকের এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ফুলবাড়ীকান্দি ক্ষেত্রের মাঠে। খেলা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল তিন ঘটিকায়। আজকের এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় বাবুরবাজার ডিলার অ্যাসোসিয়েশন এবং কৈলাসহর কনক পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশরাফ হারন

একাদশ এই দুটি দলের মধ্যে। টানটান উত্তেজনায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন স্বনামধন্য রেফারি সুমন্ত পাল। প্রাথমস্ত হয়ে ওঠে ফুলবাড়ীকান্দি খেলার মাঠ। খেলার প্রথমার্ধে কনকপুর হারুন একাদশ একটি গোল করে এগিয়ে থাকলেও কিছুক্ষণ পর এ গোল পরিশোধ করে ফেলে বাবুর বাজার ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। প্রথমার্ধের বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করে দুই এক গোলে জয়লাভ করে বাবুর বাজার ডিলার এসোসিয়েশন। আনন্দে বাজি ফটকা ফুঁটিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে বাবুর বাজার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থকরা। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং নগদ চল্লিশ হাজার টাকা অর্জন করে বাবুর বাজার ডিলার এসোসিয়েশন। অন্যদিকে রানার্স ট্রফি এবং নগত ২৫ হাজার টাকা অর্জন করে নে

কনকপুর হারুন আশরাফ একাদশ। এদিকে উক্ত খেলায় বিশেষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দে সপ্তগুড়া সামাজিক সংস্থা এবং নিউজ ত্রিপুরা চ্যানেল ও দৈনিক জাগরণ পত্রিকা। খেলা উপভোগ করতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়, ফলে এক অনারকম উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। দর্শকদের মাঝে একে একে বিজয়ী এবং রানার্স দলদের প্রতি পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। আজকের এই ফুটবল খেলা উপভোগ করতে মাঠের পাশে ফুটবল খেলা দেখতে-দেখা যায় ৫৩ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশিষ্ট সমাজসেবী বিরজিং সিনহাকে। উপস্থিতি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বরূপ গোস্বামী, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুমন্ত মিয়া ঐ পঞ্চায়েতের বর্তমান

আগরতলা কোচিং সেন্টারের বিদায় তরুণ সংঘ ও ব্লাডমাউথ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৮ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ। হারিয়েছে আগরতলা কোচিং সেন্টার কে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুপার সিদ্ধ এর খেলায়। পরপর দুই ম্যাচে পরাজয়ের কারণে আগরতলা কোচিং সেন্টারের ছিটকে যেতে হয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। এদিকে, ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং তরুণ সংঘ দু-দলেরই সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। তালতলা স্কুল ক্রিকেট রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টন জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আগরতলা কোচিং সেন্টার ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেলেও তেমন নেপুণ্য দেখাতে পারেনি। ৩৬.৪ ওভার খেলে ৬৮ রানে ইনিস শেষ করলে, জ্বাবে তরুণ সংঘ ১২.২ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা সাহা ১৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে রুখে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, শিউলি চক্রবর্তী ২২ রানে তিনটি এবং সুলক্ষণা রায় একটি উইকেট পেয়েছেন। ব্যাটিংয়ে বিজয়ী দলের সুলক্ষণা রায়ের ১৬ রান এবং অমিতা দেবনাথের ১৪ রান এবং বিজিত আগরতলা কোচিং সেন্টারের এঞ্জেল পালের ১৫ রান উল্লেখ করার মতো ছিল।

ফেডারেশন কাপ বডিবিল্ডিংয়ে ত্রিপুরার প্রথম মহিলা রীতা নাগের স্বর্ণপদক জয়

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট দলকে

আইসিএ দপ্তর ও জে আর সি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই চলেছে জানার্লিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। এবারও হারালো তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ক্রিকেট টিমকে। রবিবার ভোলাগিরি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে জেআরসি দল বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর রিক্রিয়েশন টিমের। দারুণ বিষয় হলো টসে জয়লাভ করে তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর দলের অধিনায়ক তথা অধিকর্তা বিশ্বাসীর ভট্টাচার্য ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যাটসম্যানরা নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৭৩ রান। ব্যাট হাতে তথা সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে সশুভীপ মজুমদার ১৩, বিশ্বাসীর ভট্টাচার্য ৪, মানিক মালীকার ৮, পার্থ প্রতিন চক্রবর্তী ১২, জিবেশ দেববর্মী ৯, দেবশীঘ দাস অপরাজিত ৭, মৃগাল কাউন্ড ভৌমিক ১, গৌতম বণিক অপরাজিত ৩ রান সংগ্রহ করেন। জেআর সি-র হয়ে বিবেদ্যু দে ৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অধিনায়ক অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ সাহা ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। জয়ের ম্যাচে জে আর সি-র সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৭৪ রানের। ব্যাট করতে নেমে যদিও শুরুটা নড়বড়ে হয়

জেআরসি-র। তবে পরবর্তীতে মাঠে নেমে বিস্কুপদ বণিক ও অভিষেক দেববর্মা জুটি এবং পরে দিব্যেদ্যু দে ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ দারুণ ব্যাটিংয়ের মহড়া তুলে ধরে। দিব্যেদ্যু ও অভিষেক একদমই সাবনীল মেজাজে ব্যাট করে ১০.৪ ওভারে জয়ের রান হারিল করে নেয়। ব্যাটে অর্নির্বাধি হয় ১, বিস্কুপদ বণিক ১৪, অভিষেক দেববর্মা ১৬, অভিষেক দে ৪, তাপস দেব ৪, দিব্যেদ্যু দে অপরাজিত ৬ এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথের অপরাজিত ১৪ রান দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হয়। বলে তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে সশুভীপ মজুমদার ১৩ তামে ২টি উইকেট পেলেও গৌতম বণিক, রমেন ঘোষ ও তপোজিৎ চক্রবর্তী প্রত্যেকে পেয়েছেন একটি করে উইকেট। এছাড়া, দু-দলের হয়ে প্রজিত চক্রবর্তী, সুব্রত দেবনাথ, মেঘধন দেব, মিন্টন ধর, বাপন দাস প্রত্যেকে মাঠে দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শুধুর প্রাক মুহূর্তে জেআরসি-র পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি অর্নির্বাণ দেব তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বাসীর ভট্টাচার্যকে স্মারক উপহারের সংবর্ধিত করেন। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের সূদৃশ্য ট্রফি পেয়েছেন জে আর সি-র দিব্যেদ্যু দে। রানার্স দল তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন জে আর

সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়ন দল জে আর সি-র হাতে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিলেন তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বাসীর ভট্টাচার্য। দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের অধিকর্তা বিশ্বাসীর ভট্টাচার্য বললেন, এই ম্যাচ খেলে তিনি এবং দপ্তরের সকল ক্রিকেটার স্টাফরা সত্যিই আনন্দিত। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এক বা একাধিক ছুটির দিন অতিবাহিত করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন তিনি। জে আর সি-র অধিনায়ক অভিষেক দে বললেন, ক্রিকেটটা তো শুধু একটা বাহানা, এই বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুই দলের মধ্যে যে এক অনাবিল সম্পর্ক বিরাজ করছে, তা আগামী দিনেও অটুট থাকবে। জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দু-দলের খেলোয়ারদের পাশাপাশি আম্পায়ার কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং রাজা চক্রবর্তী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আজ থেকে অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা যেন ফুটবল জুরে আক্রান্ত। পাঁচটি সাব ডিভিশনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখন শুধু সাজো সাজো রব। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ৭৩ তম বি.এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। এবারকার এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ত্রিপুরা পুলিশ। রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি জিরানিয়া, মোহনপুর, জম্পুইজলা, এবং উদয়পুরস্থিত স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠে সর্বভারতীয় স্তরের পুলিশ দলগুলোর জাতীয় ফুটবল অল ইন্ডিয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে অংশগ্রহণকারী সব ক-টি রাজ্য দল তথা পুলিশ ইউনিট এই টুর্নামেন্টে উপলক্ষে আগরতলায় পি রেখেছেন। জাতীয় আসরের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় আসেই পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের

সর্বভারতীয় তথা অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা পৃথক পৃথক দুটি বিভাগে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল উদ্বোধনী দিনে আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা আড়াইটায় মিজোরাম বনাম উত্তরপ্রদেশের পুরুষ মল্লিগের ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের সূচনা হবে। বিকেল সাড়ে চারটায় একই মাঠে মহিলা বিভাগের প্রথম ম্যাচে আসাম রাইফেলস এবং মহারাষ্ট্র পরস্পরের মুখোমুখি হবে। জিরানিয়ায় এস এন কলোনির এই মেগা আসরে বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউনিটের হয়ে খেলতে এসেছেন। প্রতিটি মাঠেই এই টুর্নামেন্টের আঙুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। এই মেগা ইভেন্টে সৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করছেন।

শ্রীমন, রিহানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সহজ জয় পেয়ে গ্রুপ শীর্ষে উদয়পুর

উদয়পুর - ২০১/৭

শান্তির বাজার - ২৭

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে কেয়ার্চার ফাইনালের পক্ষে শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমা। রবিবার শান্তিরবাজার মহকুমাকে ১৭৪ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে টানা দুই ম্যাচে জয় পেলে উদয়পুর মহকুমা। অপারদিকে টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে কাারাত আসর থেকে ছিটকে গেল শান্তিরবাজার মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটে। মহকুমার রঞ্জেনগণর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উদয়পুরের হয়ে শ্রীমন দেবনাথ দুরন্ত ব্যাট করে। শ্রীমনের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে উদয়পুর মহকুমা নির্ধারিত ৪০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করে। দলের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ ৭৫ পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯০, বিপ্রজিত দাস ৩৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ত্রিশ,

দেবজিৎ দেব ২৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং রিহান আক্তার ৬২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২৪ রান। শান্তিরবাজার মহকুমার পক্ষে অরবিন্দু যোগী ২৬ রানে পাঁচটি এবং মিলিসন রিয়াজ ৫১ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জ্বাবে খেলতে নেমে রিহান আক্তারের

রঞ্জি সেমিফাইনালে বিতর্ক, গুজরাতের কাণ্ডে বিরক্ত কেরল

গুজ্বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠেছে কেরল। প্রথম বার রঞ্জির ফাইনালে উঠেছে তারা। কিন্তু সেই ম্যাচের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে খুশি নন কেরলের জলজ সাক্ষোনা। গুজরাতের পিন্দার রবি বিম্বোইয়ের মাথায় বল লেগেছিল। তাঁর বদলে কনকাশন সাব হিসাবে দলে নেওয়া হয় হেমাঙ্গ পটেলকে। কিন্তু তিনি পেসার অলরাউন্ডার। সিন্ডে নিয়েই বিতর্ক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল কনকাশন সাব হিসাবে শিবম দুবের বদলে হর্ষিত রানাকে দলে নিয়েছিল। অলরাউন্ডারের বদলে নেওয়া হয়েছিল পেসারকে। এ বার রঞ্জিতেও তেমনই ঘটল।

সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে মৌচাকেরও সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত

মৌচাক ক্লাব -১৬৮ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৮৬

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালে খেলা মৌচাকেরও নিশ্চিত হয়েছে। চতুর্থ যে দলটি সেমিফাইনালে খেলেবে, তা নির্ভর করছে আগামীকাল এগিয়ে চল সংঘ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ম্যাচের ফলাফলের উপর। যে দল জয়ী হবে তারাই সেমিফাইনালে পৌঁছবে।

ব্লাড মাউথ ক্লাব ও তরুণ সংঘের মতো সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলে মৌচাক ক্লাবও সুপার সিঙ্গেল টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে। রবিবার ইউনাইটেড

ফ্রেন্ডসকে ৮২ রানে পরাজিত করলেো মৌচাকক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক এক দিবসীয় ক্রিকেটে। এদিন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি।

সকালের টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ১৬৮ রান করে। দলের পক্ষে প্রিয়াংকা আচার্য ৩৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯,প্রিয়া সূত্রধর ৪৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, পূজা দাস

২১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, ভূমিকা নায়ক ৪৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মৌটসী দে ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৪২ রান। ইউনাইটেড

ফ্রেন্ডসের পক্ষে আলিজা দেববর্মা ১৪ রানে, সুরভী রায় ২৫ রানে তিনটি করে এবং নিকিতা দেবনাথ ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জ্বাবে খেলতে নেমে মৌচাকের বোলারদের আটোসাটে বোলিংয়ে

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনারিকা সুরভি রায় ৪৭ বল খেলে ৫ টি বাউনডারির সাহায্যে ৩২ এবং অক্ষিতা পাটারি ৪৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন।

দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই রানে রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খােতে পায় ১২ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে অনুষ্ণ শীল ১৪ রানে ৪ টি এবং হিরামণি রায় ১৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

লংতরাইভ্যালিকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু তেলিয়ামুড়ার

তেলিয়ামুড়া - ১০৬

লংতরাইভ্যালি -৮০

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে গ্রুপ লিগ আসর শুরু করলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ২৬ রানে পরাজিত করলে লংতরাইভ্যালি মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ্ব- ১৩ ক্রিকেটে। মহকুমার কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তেলিয়ামুড়া মহকুমার গড়া ১০৬ রানের জ্বাবে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ৮০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের জয় দাস তিনটি উইকেট দখল করে। এদিকে পরপর দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে লংতরাইভ্যালি মহকুমা কাারাত ছিটকে যাওয়ার পথে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ১০৬ রান করে ৩৬.২ ওভারে। দলের পক্ষে অয়ন রুস্ত পাল ৫৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে একত্রিশ, জয়ন্তু চৌধুরী ২৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে পানের, সূর্য রায় দশ বল খেলে দুটি

বাউন্ডারির সাহায্যে এগারো এবং অনিকেত সিনহা ৩২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে ব্যাল্জি ত্রিপুরা ২৬ রানে তিনটি এবং শুভম বড়ুয়া তিন রানে দুটি উইকেট দখল করে। জ্বাবে খেলতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ৮০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ বড়ুয়া ৪৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে বাইশ, আকাশ চাকমা ১৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং জ্যাকসন ত্রিপুরা ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার পক্ষে জয় দাস ১১ রানে তিনটি, পৃথ্বীরাজ দাস ১০ রানে এবং রাজদীপ পাল এগারো রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

রাজ্য ক্রিকেটে শুভজিৎ, রাজদীপের অর্ধশতরান জিরানিয়াকে হারিয়ে খোয়াইয়ের জয় অব্যাহত

খোয়াই -২২৮/৫

জিরানিয়া - ৮৮

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে খোয়াই মহকুমা। পীৃথ্ব দেবে তত্ত্বাবধানে মহকুমার ক্রিকেটারদের মধ্যে জয়ের খিদের কাব্যত জেগে গেলে। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত গ্রুপ শীর্ষে খোয়াই মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটে। মহকুমার ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার খোয়াই মহকুমা ১৪০ রানে পরাজিত করে জিরানিয়া মহকুমাকে।বিজয়ী দলের শুভজিৎ কুরি ৭৫ রান করে। অপারদিকে টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে কাারাত আসর থেকে ছিটকে গেল অনুপম দে-৭১ দল জিরানিয়া মহাকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে

২২৮ রান করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ কুরি ১০৩ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫, রাজদীপ দেবনাথ ৫৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯ এবং চয়ন পাল ৩৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৩৪ রান। জিরানিয়া মহকুমার পক্ষে সুমিত দাস চল্লিশ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জ্বাবে খেলতে নেমে পরাজিত করে বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মূল্যে মাত্র ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় জিরানিয়া মহকুমা। দলের পক্ষে বাধন দাস ২৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ , শুভনীল সাহা ৩১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং অক্ষিত দাস সাত বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে

১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২০ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে বিজয় দেব ১০ রানে,

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনের তিনটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল (সোমবার) তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপাতত এগিয়ে সংহতি ক্লাব এ ম্যাচে জয় পেয়ে। এক ম্যাচ কম জিতে সংহতির ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে ব্লাড মাউথ। এই অবস্থায় খেতাবের দৌড়ে এগিয়ে যেতে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই সংহতির সামনে। সোমবার হার্ডে ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে সংহতি। টি আই টি মাঠে হবে ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মেঘাঘরের শহীদ কাজল ময়াদনে অপস ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে দুর্বল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসর বিরুদ্ধে এবং এম বি বি স্টেডিয়ামে স্মৃলিঙ্গ ক্লাব খেলবে জে সি সি -৭ বিরুদ্ধে। আপাতত সংহতি ৫ টি, ব্লাড মাউথ ৪ টি, হার্ডে, জে সি সি এবং স্মৃলিঙ্গ ক্লাব ৩ টি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এখনও জয়ের বিধ খুঁধ দেখতে পারেনি। ফলে অবনমন অনেকটাই নিশেত হয়ে গেছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের। ৬ দলই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

জয়দীপ দেব ১০ রানে তিনটি করে এবং শায়নদীপ সিং ১৫ রানে দুটি উইকেট দখল করে।



রবিবার দুইবিহে আয়োজিত ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ পরিদর্শন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

জয়ের কবিতা, কুনালের ভাষ্য আর রাজু বাউলের কণ্ঠ যাদুতে সম্পন্ন ত্রিপুরা লিটারেচার ফেস্টিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। উড়ান আয়োজিত ত্রিপুরা লিটারেচার ফেস্টিভালের তৃতীয় দিনেও রাজ্যের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উপচে পড়া ভিড় আর উচ্ছ্বাস রাজ্যের সাহিত্যে রঙ্গনে যেন সু বাতাস ছড়িয়েছে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই সাহিত্য উৎসব পরপর তিনদিন ধরে আগরতলার রবীন্দ্র শতাব্দীকী ভবনে যেন এক মহাকাব্যের রূপ নিয়েছে। সাহিত্য প্রেমীরা বলছেন, গোটা দেশের এবং বিশেষ করে সাহিত্যিকদের এমন সম্মেলন, আর এমন আয়োজন এর আগে ত্রিপুরায় কেউ কখনো দেখেননি। উৎসবের তৃতীয় দিনে বিকেল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় হিন্দি সাহিত্যের দিক পাল সাহিত্যিক অরুণ কল, রাজ্যের শক্তিময় কবি অশোক দেব, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বিশিষ্ট কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর অনিবার্ণ গাঙ্গুলী ও ভীষ্মদেব স্মৃতি পুরস্কার বিজয়ী গল্পকার পারিজাত দত্তের উপস্থিতিতে। তাঁদের আলাচনায় সাহিত্যপ্রেমী দর্শক-শ্রোতারার বাবর মুগ্ধ হন। এর পর 'বাংলা সাহিত্যের সেকাল-একাল' বিষয়ক আলোচনায় মঞ্চে আসেন দেশবরেণ্য চিকিৎসক ও সাহিত্যিক উত্তর কুনাল সরকার। তাঁর বক্তব্যে দর্শক-শ্রোতারার মনোমগ্ন হয়ে

শোনে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ। অনুষ্ঠান এগিয়ে চলার সাথে সাথে, হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে মঞ্চে, এবং দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি কবি জয় গোস্বামীকে। তাঁকে উড়ান ত্রিপুরা লিটারেচার ফেস্টিভালের পক্ষ থেকে বরণ করে নেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ সুমন্ত চক্রবর্তী, সম্পাদক ডঃ রণধীর রায়, সহ-সভাপতি সুভাষিণী বরুণ, বিপুল গোস্বামী, মুখ্য সম্পাদক শুভজিৎ ভট্টাচার্য, প্রসেনজিৎ সাহা, বাসুদেব রায় ও অন্যান্য সদস্যরা। জয় গোস্বামী বলেন, 'উড়ান' এবার ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এ উৎসব শুধু আয়োজনের গুণে নয়, নান্দনিকতায়ও এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের জন্যও অনুকরণীয় হতে পারে। তাঁর মতে, এ আয়োজনের রূপ ও পরিবেশ জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভালের অনুভূতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উৎসবের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে বীরভূম থেকে আগত বহরপী সংস্কৃতিক দলের শিল্পীরা। তাঁরা রবীন্দ্র শতাব্দীকী ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে অতিথি, অভ্যাগত ও রাজ্যের সাহিত্যিকদের নান্দনিক সৃষ্টির মাধ্যমে বরণ করেন। এই আয়োজন যেন এক মায়াজাল সৃষ্টি করে সবার মনে।

বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের শিলান্যাস বঙ্গনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি। আজ বঙ্গনগর বিধানসভা এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের শিলান্যাস করা হয়। আজ দুপুর ৩টায় বঙ্গনগর এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন এর হাত ধরে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিন এর চাহিদার প্রতিফলন অবশেষে সফল হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সপা নমঃ মন্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, এলাকার ৮/১০ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। এই অনুষ্ঠানের প্রথমে এলাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ এর ছড়র সফিকুল ইসলাম মোগার মাধ্যমে সবার কাজ শুরু করেন। তারপর একজন বৈষ্ণব নারকেল ফাটিয়ে তার শুভ সূচনা করেন। তারপর আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন যে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও এলাকার মানুষের ভেট নিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের নেতারা। কিন্তু তারা কোনদিন এলাকার মানুষের অধিকারগুলো এনে দিতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বিজেপি আমলে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেন, যদি ভুল করি আমাকে ভুলটা দেখিয়ে দেবেন, আর আমি যদি কাজ না করি আমি বলছি আমাকেও ভেট দিনেন না, এটাই আমার প্রতিজ্ঞা। আজ এই অনুষ্ঠানে জনসমগম ছিল লক্ষ্যীয়।

গোপন অভিযানে ১৩ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলে শ্রীনিগর থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে শ্রীনিগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে জারুলবাছাই এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এসডিপিও শংকর চন্দ্র দাস এবং শ্রীনিগর থানার ওসি ইন্দুপেক্টর দিলীপ দেববর্মা। পুলিশ এদিন জারুলবাছাই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮ প্যাকেটে মোট ১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। তার পাশাপাশি গাঁজা ব্যবসায়ী কিশোর দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। শনিবার রাতেই ধৃত গাঁজা ব্যবসায়ী কিশোর দেববর্মার বিরুদ্ধে শ্রীনিগর থানার পুলিশ এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। রবিবার ধৃত গাঁজা ব্যবসায়ীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রাক্কালে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো বিজেপি নেতৃবৃন্দ। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭ নম্বর ব্লকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আগামী ভবিষ্যতের শুভ কামনা করে শুভেচ্ছা তুলে দিলেন এলাকার বিধায়ক ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজী ভট্টাচার্য, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা কানু মুর্মাকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা কানু মুর্মুর ১৭০তম শহীদ দিবস পালন করা হয় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা শহীদ কানু মুর্মুর ১৭০তম শহীদ দিবস আজ, যা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে শহীদ কানু মুর্মুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির কর্মকর্তারা। দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার আওয়াক মলিন দেববর্মা। তিনি বলেন, আজ থেকে ১৭০ বছর আগে সাঁওতাল জনগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন কানু মুর্মু। তাকে স্মরণীয় করে রাখতেই আজ তার শহীদ দিবস পালন করা হয়।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে(আগরতলা) শিক্ষার্থীদের মহাকুস্ত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি। প্রফেসর শ্রীনিবাস বরখেন্ডির সক্রিয় উদ্যোগে, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, (নয়া দিল্লি) কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসর (আগরতলা) থেকে ৪৮ জন ছাত্রের একটি দল মহাকুস্ত মেলায় অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়। একলব্য পরিসরের অধ্যাপকমন্ডলী এবং সদস্যদের সাথে, সাংস্কৃতিক যাত্রার লক্ষে, শিক্ষার্থীদের ভারতের আধ্যাত্মিক এবং ভাষাগত ঐতিহ্যের একটি নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা প্রদান করার অভিপ্রায়ে এই অভিযান সংঘটিত করা হয়। মহাকুস্ত মেলা, বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ হিসাবে খ্যাত। একটি জীবন্ত, গতিশীল পরিবেশে সংস্কৃত, বৈদিক আচার এবং ভারতীয় দর্শনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আদর্শ প্রাতিফর্ম হিসাবে কাজ করবে। পণ্ডিত, সানু এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় জ্ঞান, সংস্কৃতের গভীর-মূল তাৎপর্য এবং ভারতের প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণের ভূমিকা অন্বেষণ করবে। প্রফেসর শ্রীনিবাস বরখেন্ডি অনুপ্রেরণায় পরিচালিত এই উদ্যোগ, শ্রেণীকক্ষের বাইরে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃষ্টিতর উপর জোর দেয়। এই ধরনের প্রচেষ্টা ছাত্রদের ভারতের সাংস্কৃতিক নীতির সাথে সংযোগ করতে এবং সমসাময়িক সমাজে সংস্কৃতের সংরক্ষণ ও প্রচার অবদান রাখতে উৎসাহিত করতে মাননীয় উপাচার্যের উদ্যোগের প্রশংসা করে, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের, একলব্য পরিসরের নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র মন্তব্য করেছেন, "এই মহাকুস্ত অভিযান আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত ঐতিহ্যের সাক্ষী হওয়ার এক অনন্য সুযোগ আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আমাদের ছাত্রদের

কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

“আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিমিত কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করার প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফসল পেয়েছে সুরক্ষার আধার আমার পলিসি আমার হাতে

ফসল বিমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার প্রাপ্তি

- 21.95 কোটি কৃষক ভাই-বোন এখনো পর্যন্ত পেয়েছেন ফসল বিমার লাভ
- ₹ 1.72 লাখ কোটির দাবির পেয়েই কৃষকদের করা হয়েছে
- 72.61 কোটির অধিক কৃষক আবেদন প্রাপ্ত

দেশব্যাপী হেল্পলাইন 14447

আপনার গ্রামে হতে চলা শিবিরে এইসব বিবরণের ওপর তথ্য প্রাপ্ত করুন:

- বিমা পলিসি, সরকারি নীতিসমূহ, জমি রেজিস্টার এবং দাবি আদায়ের আভিযোগ প্রতিকার
- কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে ফসল বিমা পাঠশালা

যোজনার সঙ্গে জড়িত অধিক তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন

জানসেবা সেন্ট | কপ ইন্সুরেন্স অ্যাপ <https://play.google.com> | পোট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা

ফোন: ১৪২২৩৩৩৩৩৩৩ | ইমেইল: pmfby@nic.gov.in | ওয়েব: www.pmfby.gov.in